ইউনিট: ৫

অধিবেশন- ৫	:	বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন এর পরিবেশ তৈরিকরণ
অধিবেশন- ৬	:	প্রশিক্ষণার্থীদের সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
অধিবেশন- ৭	:	প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ব্যবহার
অধিবেশন- ৮	:	শিখন সক্ষমতার ভিন্নতার ভিত্তিতে দলগত কাজ, সতীর্থ শিক্ষণ এবং বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ
অধিবেশন- ৯	:	সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে অগ্রগতি পরিবীক্ষণ
অধিবেশন- ১০	:	সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অর্জন নির্ণয়
অধিবেশন- ১১	:	ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থী উভয়েরই আগ্রহ ধরে রাখা
অধিবেশন- ১২	:	ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীকে শিখনে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনা করা

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৫**

বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ তৈরিকরণ

ভূমিকা:

বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে পরিবেশ তৈরি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। এই বিষয়টি সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য। বিদ্যালয়ে আলাদা সামাজিক বিজ্ঞান কক্ষ থাকা প্রয়োজন। এ সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ের সহায়ক পুস্তকাদির জন্য আলাদা কর্নার ও শিক্ষা উপকরণসমূহ সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে একটি আর্দশ সামাজিক বিজ্ঞান কক্ষ প্রস্তুত করা যায়।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ তৈরির উপকরণসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের সমস্যাবলি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ–শিখনের সমস্যাসমূহ দূরীকরণের উপায় বলতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ তৈরির উপকরণসমূহ নির্ণয়

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ও সহায়ক সামগ্রী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, খেলার মাঠ, আর্থিক সংস্থান, সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সাংস্কৃতিক উপাদান, পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতির সামষ্টিক সমাবেশ বা উপস্থিতিকে বিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ বলা হয়।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, নিম্নের সামাজিক বিজ্ঞান কক্ষের চিত্রের তীর চিহ্নিত অংশের পাশে বিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন উপযুক্ত পরিবেশে কী কী উপকরণ থাকা প্রয়োজন লিখুন:

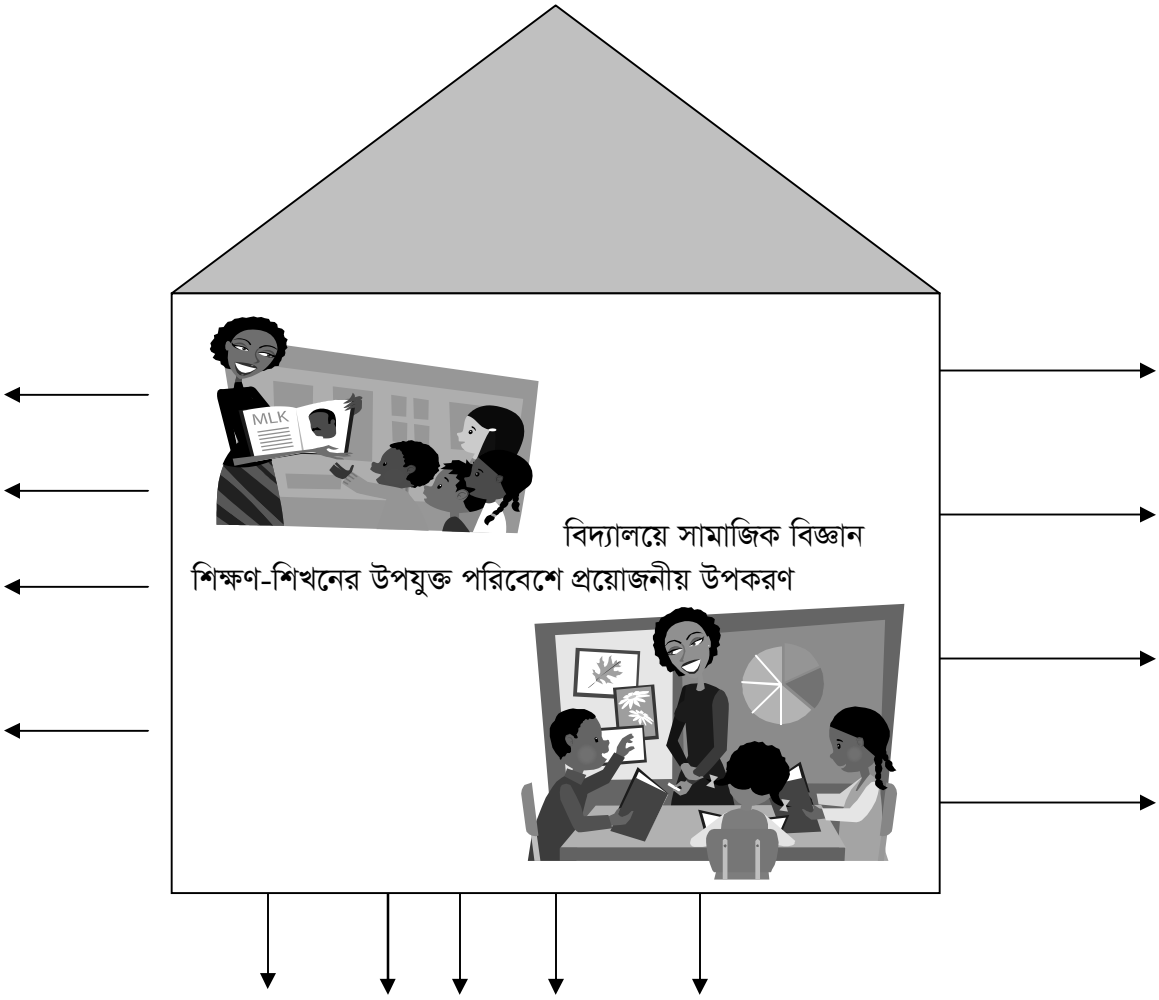

পর্ব- খঃ বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ–শিখনের সমস্যাসমূহ দূরীকরণ

বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন কার্যে বেশ কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। এসব সমস্যা দূর করতে না পারলে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করা যায় না। এসকল সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও বিদ্যালয় প্রশাসনের যৌথ সহায়তায় এসকল সমস্যার সমাধান করতে পারলে তবেই সুষ্ঠু ও যথাযথ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে। বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য এসকল সমস্যা সমাধান অতীব জরুরি।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, নিম্নের ছকে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষা উপকরণ ও সহ-শিক্ষাক্রমিক সম্পর্কিত ২টি করে সমস্যা উল্লেখ করুন এবং সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায় লিখুন:

সমস্যার ধরন	সমস্যা	সমাধান
শিক্ষক সম্পর্কিত	১. ২.	১. ২.
শিক্ষার্থী সম্পর্কিত	১. ২.	১. ২.
শিক্ষা উপকরণ সম্পর্কিত	১. ২.	১. ২.
সহশিক্ষাক্রমিক সম্পর্কিত	১. ২.	১. ২.

পর্ব- গঃ বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ–শিখনে আদর্শ সামাজিক বিজ্ঞান কক্ষের নমুনা তৈরি

সামাজিক বিজ্ঞান কক্ষটি হবে আলো-বাতাসে পরিপূর্ণ। সামাজিক বিজ্ঞান কক্ষে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়সমূহের শিক্ষাদানের বিভিন্ন ধরনের উপকরণ সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবহার ও গুদামজাতকরণের সুবিধা থাকবে। এ জন্য কাঠের বা স্টিলের আলমারীর ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রতিটি বিষয়ের উপকরণ সংরক্ষণের জন্য আলাদা কর্নার থাকতে পারে। এভাবে কক্ষ সাজিয়ে শিক্ষাদান করতে পারলে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা হবে সুশৃঙ্খল, সুপরিকল্পিত সহজ, সুন্দর, আনন্দদায়ক ও স্বল্পব্যয়ী।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, টিউটোরিয়েল ক্লাসের দিন ৫/৬ জন বন্ধুবান্ধব নিয়ে নিজেরা একটি দল গঠন করুন। নিম্নের দেয়া সামাজিক বিজ্ঞান কক্ষের চিত্রে কীভাবে, কোথায় সামাজিক বিজ্ঞানের উপকরণসমূহ সাজালে একটি আদর্শ সামাজিক বিজ্ঞান কক্ষ তৈরি করা যায় দেখান।

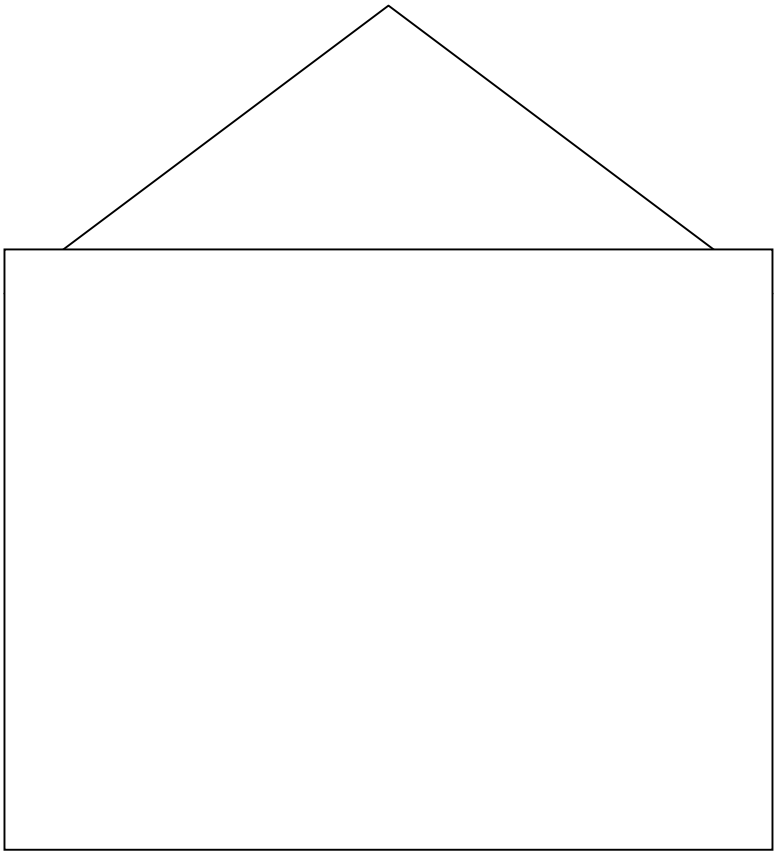

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৫**

মূল শিখনীয় বিষয়

বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখন এর পরিবেশ তৈরিকরণ

সামাজিক বিজ্ঞান জ্ঞানের এমন একটি শাখা যার সাহায্যে সমাজের বিভিন্ন উপাদান, মানুষের আচার-আচরণ, কার্যকলাপ, কার্যকারণ প্রভৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে আলোচনা, বিশ্লেষণ, অনুশীলন, পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ইত্যাদি সংগঠিত হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় ও সহায়ক সামগ্রী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, খেলার মাঠ, আর্থিক সংস্থান, সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সাংস্কৃতিক উপাদান, পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতির সমষ্টিগত সমাবেশকে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে বিদ্যালয়ে নানা ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। এ সকল সমস্যার মধ্যে ব্যবস্থাপনাগত, আর্থিক, পরিবেশগত, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, পেশাগত, কর্তৃপক্ষীয় উদাসীনতা, উপকরণের অভাব প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়।

বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের সমস্যাবলিঃ

সামাজিক বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের স্বল্পতা, শিক্ষকের বিষয়গত জ্ঞানের অভাব; সনাতন পদ্ধতির পেশাগত প্রস্তুতি; আধুনিক প্রযুক্তির অভাব; শিক্ষকদের সামাজিক বিজ্ঞানের আধুনিক জ্ঞান অর্জনের প্রতি অনীহা; সমন্বিত পদ্ধতিতে শিক্ষাদানে অনীহা; সমন্বিত পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য পাঠ্যপুস্তকের অভাব; পাঠ্যপুস্তক ও মুখস্থ নির্ভর শিক্ষা; অপর্যাপ্ত মুদ্রিত উপকরণ যেমনঃ জার্নাল, বই-পুস্তক; বুলেটিন, রেফারেন্স বই প্রভৃতির অভাব; জাদুঘর, প্রদর্শনী, বাণিজ্য কেন্দ্র ও উৎপাদন কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ কম; স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে (ক্লাব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক প্রভৃতি) সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণের লক্ষ্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দুর্বল যোগাযোগ; সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ও সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক, জার্নাল ও অন্যান্য

উপকরণ সংগ্রহে বিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা; সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণের জন্য উপযোগী শ্রেণিকক্ষের অভাব; সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণে স্থানীয় কাঁচামালে তৈরি ও স্বল্প ব্যয়ে প্রস্তুতকৃত উপকরণ সংগ্রহে বিদ্যালয় প্রশাসনের উদাসীনতা।

বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য সামাজিক বিজ্ঞান কক্ষের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সামাজিক বিজ্ঞান কক্ষটি হবে আলো-বাতাসে পরিপূর্ণ। এর জন্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের দক্ষিণ অংশে সামাজিক বিজ্ঞান কক্ষটি থাকলে ভালো। সামাজিক বিজ্ঞান কক্ষে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়সমূহের শিক্ষাদানের বিভিন্ন ধরনের উপকরণ সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবহার ও গুদামজাতকরণের সুবিধা থাকবে। এ জন্য কাঠের বা স্টিলের আলমারীর ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রতিটি বিষয়ের উপকরণ সংরক্ষণের জন্য আলাদা কর্ণার থাকতে পারে। এভাবে কক্ষ সাজিয়ে শিক্ষাদান করতে পারলে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা হবে সুশৃঙ্খল, সুপরিকল্পিত, সহজ, সুন্দর, আনন্দদায়ক ও স্বল্পব্যয়ী। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে সঞ্চালক হিসেবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপকরণগুলোর মধ্যে রয়েছে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষক। তাঁর সবল ও যোগ্য পরিকল্পনা, উপস্থাপন, জ্ঞানের গভীরতা, বাচনভঙ্গি, সময়ানুবর্তিতা, উৎসাহ, সৃজনশীল মনোভাব, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে অনমনীয়তা এবং নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়াস, যথার্থ মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদেরকে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহে জ্ঞানার্জনে অনুপ্রাণিত করে তোলে।

মূল্যায়ন

প্রশ্ন: সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের সমস্যাবলি চিহ্নিত করুন এবং এসব সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ণয় করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- কঃ

বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের উপযোগী পরিবেশের উপকরণসমূহঃ

যথোপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক,পাঠ গ্রহনোপযোগী শিক্ষার্থী, আকর্ষণীয় পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক অন্যান্য পুস্তকাদি, বিভিন্ন ধরনের অমুদ্রিত উপকরণ, স্থানীয় কাঁচামাল ভিত্তিক বা স্বল্পব্যয়ে সংগৃহীত শিক্ষা উপকরণ, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাদানের উপযোগী কক্ষ, আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা প্রভৃতি।

পর্ব- খঃ

নিজে করুন।

পর্ব- গঃ

নিজে করুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৬**

প্রশিক্ষণার্থীদের সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা

ভূমিকাঃ

সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান বৃদ্ধিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই প্রশিক্ষণ একদিকে প্রশিক্ষণার্থীদের নিজেদের পেশাগত জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করে অন্যদিকে শিক্ষাদানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে একজন সফল শিক্ষক হিসাবে গড়ে উঠেন। ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা হন আত্মপ্রত্যয়ী। এসঙ্গে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক মুদ্রিত উপকরণ পঠন-পাঠন এবং অমুদ্রিত উপকরণ দেখে শুনে জ্ঞান বৃদ্ধিতে সক্ষমতা অর্জন করতে পারেন।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞানার্জনে প্রয়োজনীয় উৎসসমূহের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষকের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক পুস্তকাদি সহ বিভিন্ন মুদ্রিত ও অমুদ্রিত উপকরণের ভূমিকা নিরূপণ করতে পারবেন।
- সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান বৃদ্ধিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনের নির্ভরযোগ্য উৎস

শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজেদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের লক্ষ্যে তাঁরা সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক গ্রন্থাদি পঠনপূর্বক বিভিন্নভাবে জ্ঞানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন। এছাড়া সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক সহায়ক গ্রন্থ, জার্নাল, সাময়িকী প্রভৃতি প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এবার আসুন আমরা নিম্নের ছকে সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞানার্জনের উৎসসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করি।

সামাজিক বিজ্ঞানে জ্ঞানার্জনের নির্ভরযোগ্য উৎসসমূহ		

পর্ব- খঃ মুদ্রিত উপকরণের সাহায্যে প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানের সক্ষমতা বৃদ্ধি

শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের সামাজিক বিজ্ঞানে জ্ঞানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মুদ্রিত উপকরণের ভূমিকা অপরিসীম। এসব মুদ্রিত উপকরণের মধ্যে রয়েছে সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, পৌরনীতি, ইতিহাস, ভূগোল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক। এসঙ্গে সামাজিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত পত্রিকা, জার্নাল, সাময়িকী পঠন-পাঠনের মাধ্যমে একজন প্রশিক্ষণার্থী সামাজিক বিজ্ঞানে তাঁর জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করতে পারেন।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনি আর কোন কোন মুদ্রিত উপকরণের পঠন-পাঠনের মাধ্যমে সামাজিক বিজ্ঞানে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন তার একটি তালিকা নিম্নের ছকে তৈরি করুন।

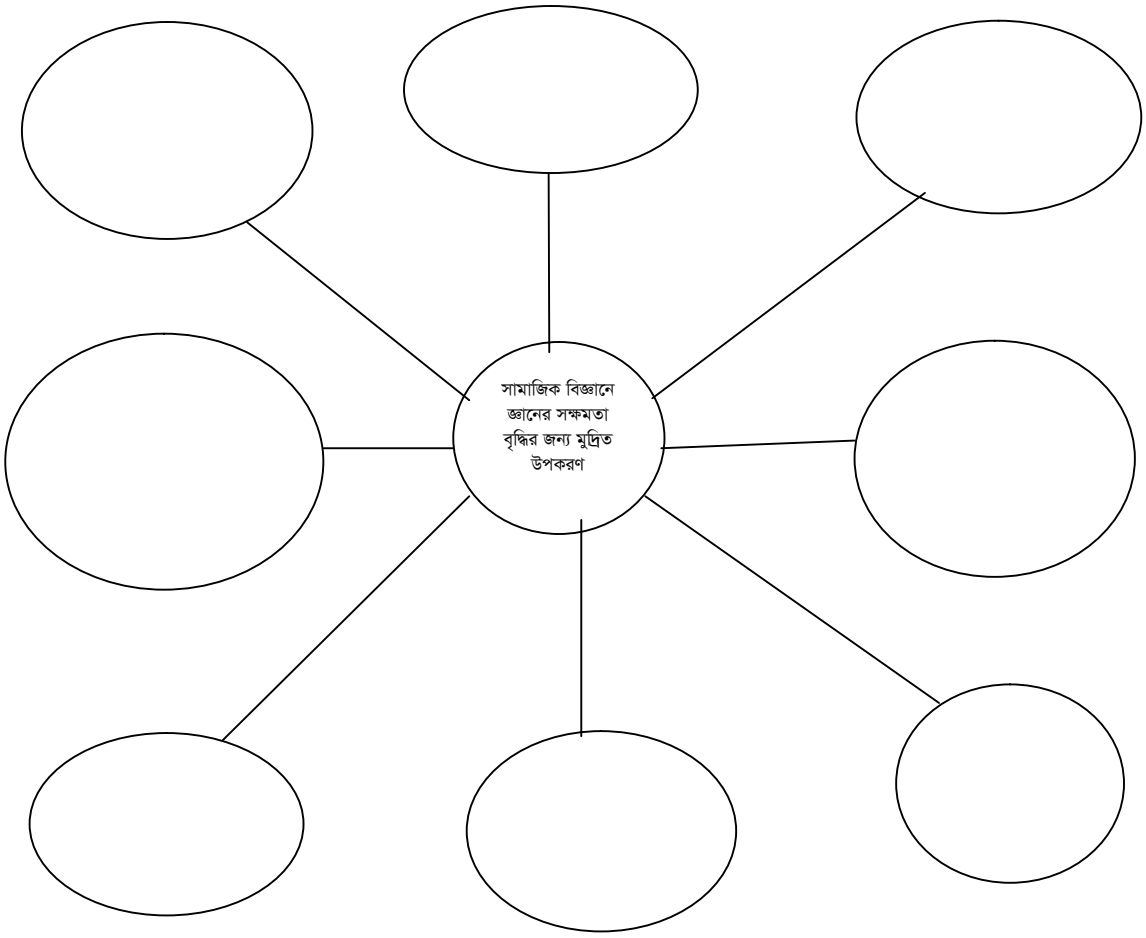

পর্ব- গ:শ্রেণি কার্যক্রমে অমুদ্রিত উপকরণের সাহায্যে জ্ঞানের সক্ষমতা বৃদ্ধি

সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত মুদ্রিত উপকরণের পাশাপাশি অমুদ্রিত উপকরণসমূহের ভূমিকাও লক্ষণীয়। দেখে শুনে যে জ্ঞান অর্জন করে তা শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের মনে স্থায়ী হয়, শ্রেণিতে তারা প্রানবন্ত, দক্ষ, যোগ্য ও সহজভাবে পাঠ উপস্থাপনে সক্ষম হন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ ও ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ দর্শন, জাদুঘর পরিদর্শন, সেমিনার-ওয়ার্কসপ পরিচালনা, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শন, নাটক-সিনেমা অথবা টেলিভিশন প্রদর্শনের মাধ্যমে সামাজিক বিজ্ঞানে জ্ঞানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, একজন শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থী উল্লিখিত কার্যক্রম শেষে কী কী দক্ষতা অর্জন করতে পারেন তা নিম্নের ছকে ০৭টি বাক্যের মাধ্যমে উল্লেখ করুন।

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

পর্ব- ঘঃ সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান বৃদ্ধিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপযোগিতা

সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান বৃদ্ধিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ভূমিকা অন্যতম। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন শিক্ষক পাঠদান কৌশল, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার, মূল্যায়ন কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করেন।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এবার আসুন আমরা সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান বৃদ্ধিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপযোগিতা শীর্ষক মাইন্ডম্যাপিংটি পূরণ করি।

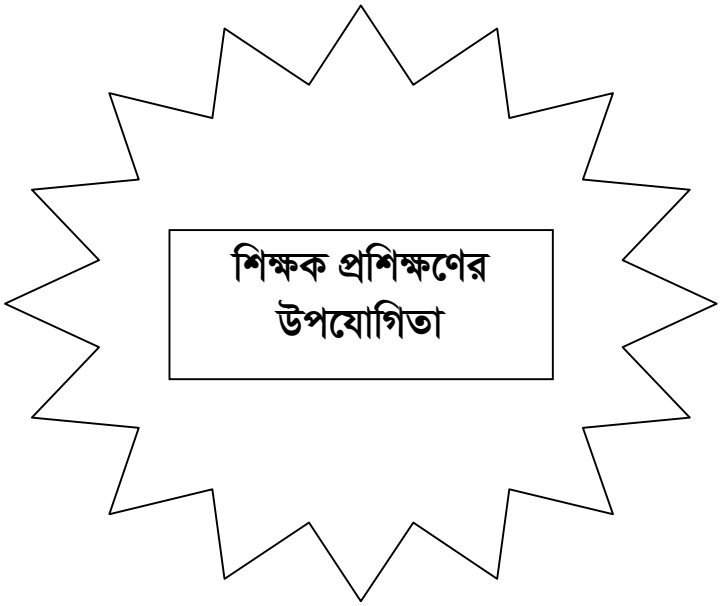

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৬**

মূল শিখনীয় বিষয়

প্রশিক্ষণার্থীদের সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

- প্রশিক্ষণার্থীদের সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান বৃদ্ধিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজেদের পেশাগত জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করতে পারেন, শিক্ষাদানের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক পদ্ধতিগুলো রপ্ত করে শ্রেণি শিক্ষাদানকে সাফল্যমন্ডিত করতে পারেন।

- শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, শিক্ষা পরিকল্পনা, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা, স্বল্প মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন, উপকরণের যৌক্তিক ব্যবহার, স্থানীয় সম্পদ ও স্বল্পব্যয়ে উপকরণ প্রস্তুতকরণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক পাঠে উদ্বুদ্ধকরণ, সামাজিক বিজ্ঞান কক্ষের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন, সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুসমূহ বিশ্লেষণের এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করেন।

- শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক পুস্তকাদির সাহায্যে বিভিন্নভাবে জ্ঞানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীগণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধীত সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর কাঠামো ও পরিসর সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানতে পারেন।

- সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান এবং শ্রেণি কার্যক্রমে এর ব্যবহারে প্রশিক্ষণার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যালয় এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের পাঠাগারগুলোকে সামাজিক বিজ্ঞানের উন্নত মানের পাঠ্যপুস্তক এবং সহায়ক পুস্তকাদির সাহায্যে সমৃদ্ধ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক সহায়ক পুস্তকাদি, জার্নাল, সাময়িকী প্রভৃতিও প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সহায়ক শিক্ষাপোকরণ হিসেবে বিবেচিত।

- প্রশিক্ষণার্থীদের সামাজিক বিজ্ঞানের শ্রেণিতে ব্যবহারোপযোগী জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত সমকালীন বিশ্ব ও বাংলাদেশের বিতর্কমূলক সমস্যা ও ঘটনাবলি নিয়ে সেমিনার ও বিতর্কের আয়োজন করা যেতে পারে।
- প্রশিক্ষণার্থীগণ স্ব-উদ্যোগে সামাজিক বিজ্ঞানের সহায়ক পুস্তকাদি জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে সংগ্রহ করতে পারেন এবং সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলো সম্পর্কে পত্রিকা,জার্নাল, সাময়িকী প্রভৃতিতে প্রবন্ধ/নিবন্ধ প্রকাশ করতে পারেন।
- মুদ্রিত শিক্ষাপোকরণের ন্যায় অমুদ্রিত শিক্ষাপোকরণও প্রশিক্ষণার্থীদের সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক। শুনে এবং দেখে প্রশিক্ষণার্থীগণ যে জ্ঞান অর্জন করেন তা তাদের মনে স্থায়ী হয়, শ্রেণিতে তারা প্রাণবন্ত, দক্ষ, যোগ্য, সহজ সরলভাবে পাঠ উপস্থাপন করতে পারেন।
- বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে অথবা এ পর্যায় থেকে ঝরে পড়ে অনেক শিক্ষার্থী কর্মজীবনে প্রবেশ করে। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের একটি অংশ উচ্চ শিক্ষা অর্জনে অগ্রসর হয়। কাজেই এ পর্যায়ের শিক্ষাকে সৃজনশীল, কার্যকরী, অর্থবহ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা। তারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারা তাদের শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপুণ্য, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন করতে সমর্থ হবেন। এতে সৃজনশীল, কর্মঠ ও উচ্চমানের দক্ষতা সম্পন্ন জনশক্তি দেশের উন্নয়নে যুক্ত হয়ে অবদান রাখতে পারবে।

মূল্যায়ন

প্রশ্ন: সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনের উৎসসমূহ উল্লেখ করুন। সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান বৃদ্ধিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপযোগিতা বর্ণনা করুন।

প্রশ্ন: শ্রেণি-কার্যক্রমে অমুদ্রিত উপকরণের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব- কঃ

সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞানার্জনের উৎসসমূহঃ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা, সংবাদপত্র, ব্রোসিয়ার, বিষয় সংশ্লিষ্ট পুস্তক, বিষয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নাল, সাময়িকী, সরকারী প্রকাশনা- যেমন পরিকল্পনা কমিশনের প্রকাশনা, পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রকাশনা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সমাজ, বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনসমূহ, জাদুঘর, মানচিত্র, ছবি, চার্ট, সেমিনার, ওয়ার্কসপ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, লাইব্রেরি, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন কেন্দ্র, নাটক, সিনেমা, টেলিভিশন, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট, বিশেষ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা, জীবন কাহিনি।

পর্ব- খঃ

নিজে করুন।

পর্ব- গঃ

১। প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে।

২। প্রশিক্ষণার্থীদের বিষয়বস্তু উপস্থাপন সহজ করে।

৩। শ্রেণিতে বিমূর্ত বিষয়কে সহজে ও মূর্তভাবে উপস্থাপন করতে পারে।

৪। শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বয়স, দৃষ্টিভঙ্গি ও বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী পাঠ উপস্থাপন করতে পারে।

৫। সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত সমকালীন বিশ্বের বিতর্কমূলক সমস্যা ও ঘটনাবলি নিয়ে সেমিনার, বিতর্ক ও ওয়ার্কসপ আয়োজনের মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারে।

৬। সকল শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করতে পারে।

৭। শিক্ষণ ও শিখন বৈচিত্র আনয়ন করতে পারে।

পর্ব- ঘঃ

শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপযোগিতা

- পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি।
- শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।
- শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধি।

- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।
- সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে উপকরণসমূহ ব্যবহার পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।
- সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুসমূহ পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে দক্ষতা অর্জন।
- স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে স্বল্প ব্যয়ে উপকরণ প্রস্তুতের জ্ঞানার্জন।
- শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির গুরুত্ব অনুধাবন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৭**

প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ব্যবহার

ভূমিকাঃ

শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমে গঠনকালীন মূল্যযাচাই শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি যাচাইয়ের একটি অন্যতম পর্যায়। কোনো নির্দিষ্ট বিষয় পাঠদান চলাকালে শিক্ষার্থীদের যে মূল্যায়ন করা হয় তাই হলো গঠনকালীন মুল্যায়ন। এর দ্বারা শিক্ষার্থী যথাযথ শিখছে কিনা, শিক্ষক শিখন পদ্ধতি যথাযথ ব্যবহার করছেন কিনা এবং বিষয়বস্তু সংক্রান্ত ধারণা যথাযথভাবে এগুচ্ছে কিনা তা গঠনকালীন মূল্যায়নের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- গঠনকালীন মূল্যযাচাই বলতে কী বোঝায় তা বলতে ও এর বিভিন্ন ধরণের কৌশল চিহ্নিত করতে পারবেন।
- গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ভিত্তি নির্ধারণ করতে পারবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের কৌশল ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ধারণা

কোন পাঠ বা কোর্স চলাকালে শিক্ষার্থীদের যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে গঠনকালীন মূল্যায়ন বলা হয়। মূলত গঠনকালীন মূল্যযাচাই হচ্ছে শিখন-শেখানো কাজের অংশ বিশেষ। এটি শিখনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং একে শিখন-শেখানো কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এ যাচাই ব্যবস্থা শিখন-শিখানো প্রক্রিয়ার সংঙ্গে সম্পৃক্ত। কাজেই এটি চূড়ান্ত মূল্যযাচাই থেকে ভিন্ন

প্রকৃতির। গঠনকালীন মূল্যযাচাই শিক্ষার্থীদের স্বমূল্যায়নে সহায়তা করে এবং তাদের নিজেদের ক্রমোন্নতি প্রশিক্ষকদের জানতে সহায়তা করে। এভাবে গঠনকালীন মূল্যযাচাই ব্যবহার করে প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিত করে থাকেন।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, নিম্নবর্ণিত 'শিক্ষার্থী গঠনকালীন মুল্যায়ন কৌশলের ক্ষেত্র' থেকে কোনগুলি শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম চলাকালীন এবং কোনগুলি শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম শেষে করা হয় যাচাইপূর্বক নির্দিষ্ট ছকে উল্লেখ করুন।

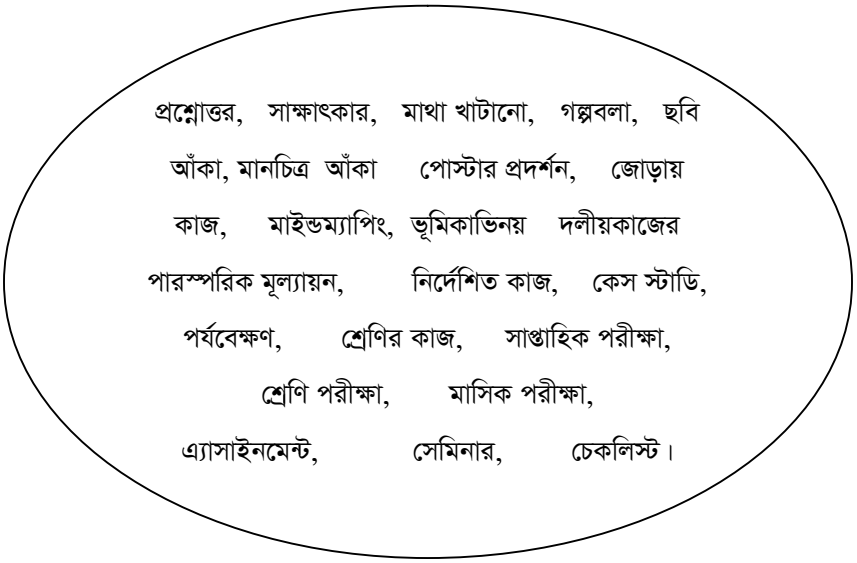

কোনগুলি শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম চলাকালীন সময় করা যায়?	কোনগুলি শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম শেষে করা হয়?

পর্ব- খঃ গঠনকালীন মূল্য যাচাইয়ের গুরুত্ব

গঠনকালীন মূল্যযাচাই শিক্ষক/প্রশিক্ষকের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। গঠনকালীন মূল্যযাচাই প্রশিক্ষণার্থী/ শিক্ষার্থী ঠিকমত শিখছে কিনা অথবা শিক্ষক ঠিকমত শিখাতে পারছেন কিনা, তা নির্ণয় করতেও কাজে লাগানো যায়। প্রশিক্ষণার্থীর বিষয়বস্তু সংক্রান্ত ধারণা সঠিক পথে এগুচ্ছে কিনা অথবা শিক্ষক যথাযথ শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করছেন কিনা, তাও এই ধরণের মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে নির্দেশ করা যায়।

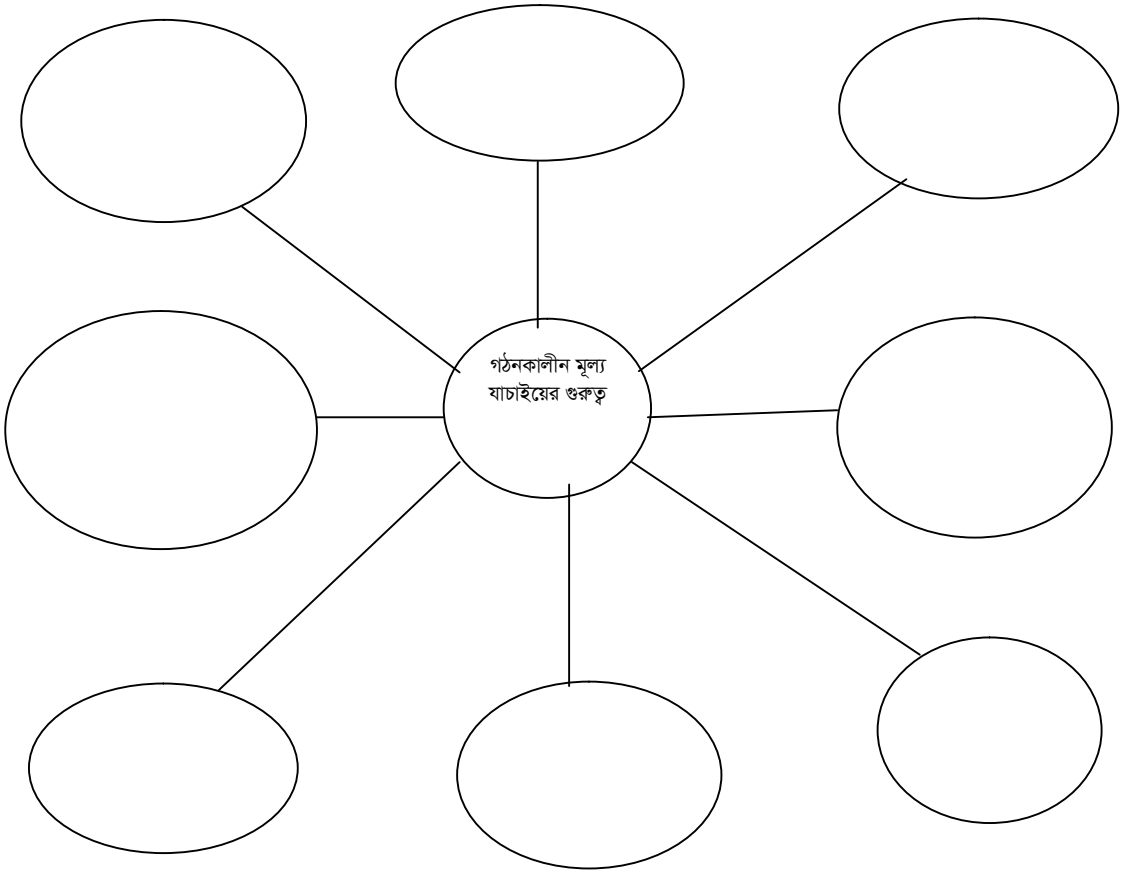

প্রিয়

শিক্ষার্থীবৃন্দ, উল্লিখিত গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব ব্যতীত আর কী কী গুরুত্ব রয়েছে বলে আপনি মনে করেন তা কী (Key) পয়েন্ট এর মাধ্যমে নিম্নের ছকে লিখুন।

পর্ব- গঃ গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের কৌশল ব্যবহার

গঠনকালীন মূল্যযাচাই পর্বে প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে শ্রেণিতে মৌখিক প্রশ্ন করে, শ্রেণিতে একক কাজ, যৌথ কাজ, দলীয় কাজ, নির্দেশিত পঠন, মাইন্ডম্যাপিং ইত্যাদি কৌশল ব্যবহার করে গঠনকালীন মূল্যায়ন করা হয়। প্রিয় শিক্ষার্থী, মনে করুন আপনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞানের ..... শীর্ষক বিষয়বস্তুটি আগামীকাল পাঠদান করবেন। আপনি উক্ত বিষয় পাঠদানে গঠনকালীন মূল্যাযাচাইয়ে কী কী কৌশল ব্যবহার করবেন তার একটি পরিকল্পনা নিম্নের ছকে তুলে ধরুন।

গঠনকালীন মূল্য যাচাই কৌশল	**শিক্ষকের কাজ**
শ্রেণিতে প্রশ্নকরণ	
শ্রেণিতে কাজ দেয়া	
বাড়ির কাজ	
নির্দেশিত কাজ	

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৭**

মূল শিখনীয় বিষয়

প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ব্যবহার

শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি অবস্থা যাচাই হচ্ছে শিক্ষা মূল্যায়ন।
মূল্যায়ন প্রধানত দুই প্রকার। যথা:

১। গঠনকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation)

কোনো পাঠ বা কোর্স চলাকালে শিক্ষার্থীদের যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে গঠনকালীন মূল্যায়ন বলে।

যেমন: ধারাবাহিক মূল্যায়ন, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, মাসিক পরীক্ষা ইত্যাদি।

২। চূড়ান্ত মূল্যায়ন (Summative Evaluation)

কোনো কোর্স সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীদের যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে চূড়ান্ত মূল্যায়ন বলে।

গঠনকালীন মূল্যযাচাই

গঠনকালীন মূল্যযাচাই হচ্ছে শিখন-শেখানো কাজের অংশ বিশেষ। এটি শেখানোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং একে শিখন-শেখানো কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এ মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিখন-শেখানোর সংঙ্গে সম্পৃক্ত। কাজেই এটি চূড়ান্ত মূল্যযাচাই থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

গঠনকালীন মূল্যযাচাই শিক্ষার্থীদের স্ব মূল্যায়নে সহায়তা করে এবং তাদের নিজেদের ক্রমোন্নতি প্রশিক্ষকদের বা শিক্ষকদের জানতে সহায়তা করে। ফলে প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাই ব্যবহার করেন।

গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের গুরুত্ব

শিক্ষার্থীর শিখনের ব্যাপারে গঠনকালীন মূল্যযাচাই নির্দেশনা দান করে। এর মাধ্যমে শিখনকালে ফলাবর্তন পাওয়া যায়। এভাবে প্রশিক্ষণার্থী কী অর্জন করল বা কতটুকু শিখল অর্থাৎ প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা কতটুকু তা চিহ্নিত করা যায়।

গঠনকালীন মূল্যযাচাই শিক্ষক/প্রশিক্ষকের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা সুস্পষ্টকরণে এ মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাবর্তন ব্যবহার করতে পারেন।

গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী/শিক্ষার্থী ঠিকমত শিখছে কিনা অথবা শিক্ষক ঠিকমত শিখাতে পারছেন কিনা, তা নির্ণয় করতেও কাজে লাগানো যায়। প্রশিক্ষণার্থীর বিষয়বস্তু সংক্রান্ত ধারণা সঠিক পথে এগুচ্ছে কিনা অথবা শিক্ষক যথাযথ শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করছেন কিনা, তাও এই ধরনের মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে নির্দেশ করা যায়। ফলে এ ধরনের মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারণা সুস্পষ্ট করা যায় এবং শিক্ষক প্রয়োজনে শিক্ষণ পদ্ধতি পরিবর্তন করে শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করতে পারেন।

গঠনকালীন মূল্যযাচাই পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ

প্রশ্নোত্তর, সাক্ষাৎকার, মাথা খাটানো, গল্পবলা,ছবি/চিত্র/মানচিত্র আঁকা, পোস্টার প্রদর্শন, জোড়ায় কাজ, মাইন্ডম্যাপিং,ভূমিকাভিনয়,দলীয়কাজের পারস্পরিক মূল্যায়ন,নির্দেশিত পঠন, কেস স্টাডি, পর্যবেক্ষণ, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, শ্রেণি পরীক্ষা,মাসিক পরীক্ষা, এ্যাসাইনমেন্ট, সেমিনার, চেক লিস্ট ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণ ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের ব্যবহার

বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিতকরণে ও সুস্পষ্টকরণে গঠনকালীন মূল্যযাচাইয়ের বিভিন্ন কৌশলসমূহ কীভাবে কাজে লাগে তা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

- **শ্রেণিতে মৌখিক প্রশ্নকরণ:** শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কাজের সময়ে প্রশিক্ষকগণ যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং প্রশিক্ষণার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে সে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। শ্রেণিকক্ষে প্রশ্নকরণ পাঠ্যসূচির পরবর্তী পাঠে যাওয়ার জন্য তাঁর শিক্ষণ বেশিরভাগ প্রশিক্ষণার্থীর সফল হয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখতে অথবা তাদের বিদ্যমান ধারণা কতটুকু তার মাত্রা নিরূপন করতে সহায়তা করে। কোনো প্রশিক্ষণার্থীর বিদ্যমান ধারণা সুস্পষ্টকরণে বাড়তি সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা, প্রশিক্ষককে সে সম্পর্কে ধারণা পেতে শ্রেণিতে মৌখিক প্রশ্নকরণ সহায়তা করে।

- **শ্রেণির কাজঃ** শ্রেণীর কাজ হচ্ছে-শ্রেণিতে সম্পাদিত প্রশিক্ষণার্থীর কার্যাবলি।এসব শ্রেণি কার্যাবলির কতকগুলো পরোক্ষভাবে প্রশিক্ষণার্থীর কাজে আসে এবং অধিকাংশই তাদের অর্জিত দক্ষতা এবং জ্ঞান প্রয়োগ ও ব্যবহারিক জীবনে অনুশীলনের সাথে সংশিষ্ট। সাধারণত শ্রেণি কাজের অন্তর্ভূক্ত কার্যাবলি হচ্ছে, সাক্ষাৎকার, মাথা খাটানো, গল্পবলা, ছবি/চিত্র/মানচিত্র আঁকা, পোস্টার প্রদর্শন, জোড়ায় কাজ, মাইন্ডম্যাপিং, ভূমিকাভিনয়, দলীয়কাজের পারস্পরিক মূল্যায়ন, নির্দেশিত পঠন, কেস স্টাডি, পর্যবেক্ষণ, চেক লিস্ট ইত্যাদি। এসকল কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা যখন তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা অনুশীলন ও প্রয়োগ করে, তখন প্রশিক্ষক তাদের পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং শিক্ষণ কতটা কার্যকর হয়েছে তা বুঝতে পারেন। ফিডব্যাক এবং প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের কাজ তত্ত্বাবধান করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনার মাধ্যমে বিদ্যমান ধারণা সুস্পষ্ট করতে পারেন। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর মধ্যে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে বিদ্যমান ধারণা সুস্পষ্টকরণ সহজতর হয়।

- **মৌখিক উপস্থাপনাঃ** ব্যক্তিগত বা একক কাজ এবং দলীয় কাজের মৌখিক উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিত করা সহজ হয় এবং প্রশিক্ষক সে অনুযায়ী ধারণা সুস্পষ্টকরণে পদক্ষেপ নিতে পারেন।

- **ব্যক্তিগত/একক কাজের মৌখিক উপস্থাপনঃ** এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশ্ন করেন এবং শিক্ষার্থী উত্তর দেয়। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক মূল্যায়ন করেন সকল অথবা অধিকাংশ শিক্ষার্থীই তাদের পড়াশুনার বিষয়টি বুঝেছে কিনা এবং তারা পরিষ্কারভাবে তা ব্যাখ্যা করতে পারে কিনা। আরো বুঝতে পারেন, শিক্ষার্থীর বুঝতে এবং মৌখিকভাবে উপস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধিতে আরো সহায়তার প্রয়োজন আছে কিনা।

- **দলীয় কাজের মৌখিক উপস্থাপনাঃ** দলীয় কাজ, বড় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কথা বলার একটি অন্যতম মাধ্যম। দলীয় কাজের উদ্দেশ্য হলো অনেক শিক্ষার্থীকে একই সময়ে শ্রেণিকক্ষে কথা বলার সুযোগ দেওয়া। দলীয় কাজ অনেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠদানকালে সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে। দলীয় কাজ যে কোনো বিষয়ে আলোচনা করার দক্ষতা বৃদ্ধি করে। দলীয় কাজ চলাকালীন শিক্ষক প্রতিটি দলের কার্যক্রম শ্রেণিকক্ষে ঘুরে পর্যবেক্ষণ

করবে এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিত করতে পারবে। দলীয় কাজের লিখিত রিপোর্ট এবং তা উপস্থাপনার মাধ্যমেও বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিত করা যায়। ফলে শিক্ষক তা সুস্পষ্টকরণে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে পারেন।

- **বাড়ির কাজঃ** এটি শিক্ষার্থীর আহরিত জ্ঞানকে সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে।শিক্ষণীয় বিষয় কতটুকু বুঝতে পেরেছে,সে সম্পর্কে শিক্ষকে বুঝতে সহায়তা করে। বাড়ির কাজের সাধারণ ভুলগুলো সংশোধনের মাধ্যমে বিষয়বস্তুগত ধারণা সুস্পষ্ট করা যেতে পারে।

- **নির্ধারিত কাজ:** এটি হচ্ছে ভিন্ন ধরনের বাড়ির কাজ,যাতে শিক্ষার্থীকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বিভিন্ন তথ্য ব্যবহার করতে হয়।কাজ শেষে একটি প্রতিবেদন পেশ করতে হয়, যেখানে অর্পিত কাজ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা থাকবে এবং উক্ত কাজ পর্যবেক্ষণে কী পেয়েছে তা উল্লেখ থাকবে। উক্ত প্রতিবেদন থেকে বিষয়বস্তু সংক্রান্ত বিদ্যমান ধারণা চিহ্নিত করা যায় এবং সে অনুযায়ী ধারণা সুস্পষ্টকরণে পদক্ষেপ নেয়া যায়।

মূল্যায়ন

প্রশ্নঃ গঠকালীন মূল্যযাচাই বলতে কী বোঝায়? গঠনকালীন মুল্যযাচাই কৌশলসমূহ বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- ক

নিজে করুন।

পর্ব- খ

নিজে করুন।

পর্ব- গ

নিজে করুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৮**

শিখন সক্ষমতার ভিন্নতার ভিত্তিতে দলগত কাজ, সতীর্থ শিক্ষণ এবং বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ

ভূমিকাঃ

শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে সফলভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজন যথাযথ পদ্ধতি ও কৌশল। শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর শ্রেণি পাঠদানের সাফল্য নির্ভর করে। পাঠদানে শিক্ষার্থীদেরকে সক্রিয় রাখতে মেধা ভিত্তিক দল গঠনসহ দলগত কাজ, দলগত আলোচনা, জোড়ায় কাজ তথা সতীর্থ শিক্ষণ ইত্যাদি পদ্ধতির ব্যবহার অধিকতর কার্যকর বলে বিবেচিত।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- শিখন সক্ষমতার বিভিন্নতা নিরূপনের উপায় বলতে পারবেন।
- মেধাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস বা দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং এর সুবিধা-অসুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দলগত কাজে, সতীর্থ শিক্ষণে কীভাবে স্বল্পমেধার শিক্ষার্থীকে কাজে লাগানো যায় তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ শিখন সক্ষমতার বিভিন্নতা নিরূপনের উপায়

শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর শিখন সক্ষমতা এক রকম নয়। কারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছে তীক্ষ্ণ মেধা, মধ্যম মেধা এবং কম মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থী। আর তাদের বয়স, পাঠগ্রহন ক্ষমতা, পাঠধারণ ক্ষমতা, শেখার প্রকৃতি, জ্ঞান, বিচক্ষনতা, বোধগম্যতা সবার এক নয়। এ সকল কারণে শিক্ষার্থীদের শিখন সক্ষমতায় বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আর শিক্ষার্থীর শিখন সক্ষমতার বিভিন্নতার বিষয় বিবেচনায় এনে একজন শিক্ষককে শিক্ষণ শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন সক্ষমতার বিভিন্নতা কীভাবে বুঝতে

পারবেন কী (Key) পয়েন্ট এর মাধ্যমে নিম্নের মাইন্ডম্যাপিংটি পূরণ করে দেখান।

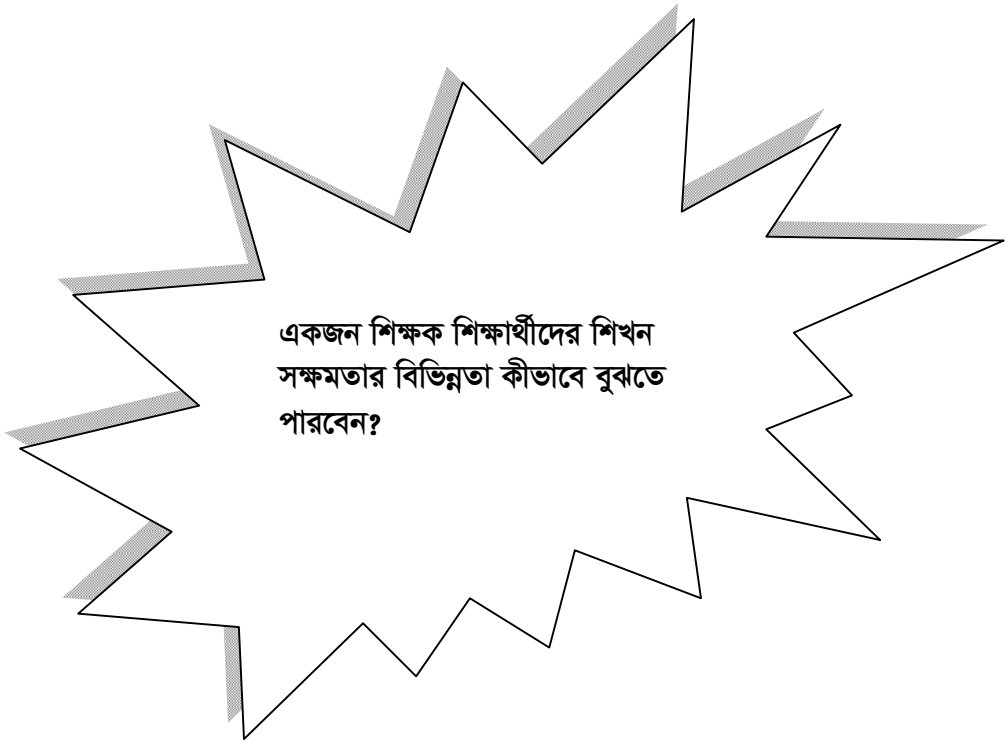

পর্ব- খঃ মেধাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস বা দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মেধাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস বা দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এর দ্বারা পাঠদান মনোবিজ্ঞান সম্মত উপায়ে হয়ে থাকে; পাঠোন্নতি স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে; শিক্ষকের ক্লাস পরিচালনা করা সহজ হয়; শিক্ষকের কম কথা বলার প্রয়োজন হয়; প্রত্যেক শিক্ষার্থী ভালো বুঝতে পারে; জটিল বিষয়ে সহজে পাঠদান করা যায়; শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করতে পারে; অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের পিছনে বেশি সময় ব্যয় করতে পারেন।

পর্ব- গঃ শিখন সক্ষমতার ভিন্নতার ভিত্তিতে দলগত কাজ ও সতীর্থ শিক্ষণ

শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো- দলগত কাজ। দলগত কাজের মূল কথা হলো শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে অর্পিত বা নির্দেশিত কাজটি সকলে মিলে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করবে। এ কাজে সকলেই সহযোগিতা করবে এবং দলের সকলেরই সমান

অংশগ্রহণ থাকবে।

দলগত কাজের সুবিধা অনেক থাকলেও কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যেমন- কোনো কোনো শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে কাজ নাও করতে পারে। দলীয় কাজে ফাঁকি দেয়ার সুযোগ রয়েছে। বেশি শিক্ষার্থী হলে দল গঠনে সমস্যা হতে পারে। পাঠদানে সময় বেশি লাগে। অংশগ্রহণমূলক কাজ হিসাবে দুজন মিলে বা জোড়ায় জোড়ায় কাজ করাকে বলে সতীর্থ শিক্ষণ। এই পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সম্পাদনের জন্য বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট বা ভিন্ন ভিন্ন কাজ প্রদান করতে পারেন।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ নিম্নবর্ণিত ছকে দলগত কাজের সুবিধা-অসুবিধা নিম্নের ছকে লিখুন।

দলগত কাজের সুবিধা	দলগত কাজের অসুবিধা
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.
৬.	৬.

দলগত কাজের সুবিধা	দলগত কাজের অসুবিধা
৭.	৭.
৮.	৮.
৯.	৯.
১০.	১০.
১১.	১১.
১২.	১২.

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৮**

মূল শিখনীয় বিষয়

শিখন সক্ষমতার ভিন্নতার ভিত্তিতে দলগত কাজ, সতীর্থ শিক্ষন এবং বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ

শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূ করার জন্য প্রয়োজন যথাযথ পদ্ধতি ও কৌশল। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। শিক্ষার জন্য যত উন্নয়নমূলক কাজ বা পরিকল্পনা হচ্ছে তার সঠিক বাস্তবায়ন নির্ভর করছে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও পাঠগ্রহণ পদ্ধতি ও কৌশলের উপর। পাঠদান ও পাঠগ্রহণ সফল করার জন্য প্রয়োজন সঠিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ।

আধুনিক শিক্ষণ-শিখনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পাঠদান। তাই শিক্ষার্থীর মেধা, মননশীলতা, পারদর্শিতা, ইচ্ছা, অনিচ্ছা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দিতে হবে বেশি। শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর শ্রেণি পাঠদানের সাফল্য নির্ভর করে। শিক্ষকই পারেন শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ও কর্মতৎপর রাখতে। যে সমস্ত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় হয় তার মধ্যে রয়েছে: ১. দলগত কাজ ২. দলগত আলোচনা ৩. সমস্যা সমাধান ৪. মাইন্ডগুম্যাপিং ৫. জোড়ায় কাজ ৭. কর্মশালা ৮. পোস্ট বক্স কৌশল ৯. মাথা খাটানো ১০. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ১১. প্রজেক্ট ওয়ার্ক ১২. ব্যবহারিক কাজ ১৩. জিগ্‌স ১৪. রোল প্লেয়িং ইত্যাদি।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো- দলগত কাজ। দলগত কাজের মূল কথা হলো শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে অর্পিত বা নির্দেশিত কাজটি সকলে মিলে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করবে। এ কাজে সকলেই সহযোগিতা করবে এবং দলের সকলেরই সমান অংশগ্রহণ থাকবে। দলীয় কাজ আনন্দদায়ক হয়ে থাকে। এক শিক্ষার্থী আর এক শিক্ষার্থীকে ভালোভাবে বুঝতে পারবে। পরস্পরের মধ্যে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠে। কোনো শিক্ষার্থীর বিষয়ের উপর ধারণা বা জ্ঞান কম থাকলে তা অর্জনে সক্ষম হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থী নিজের প্রয়োজনে নিজেই শিখে। জ্ঞান বা বিদ্যার্জনে আগ্রহ বাড়ে। বুদ্ধি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং

উদ্ভাবণীমূলক দক্ষতার বিকাশ ঘটে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সঠিক ও উপযুক্ত সমাধান নির্বাচন করতে পারে। ব্যক্তিগত মতামত প্রদানের সুযোগ থাকে। শিক্ষার্থীদের চিন্তাশীল হয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। সমস্যার সমাধান বের করা সহজ হয় বলে উদ্দেশ্য অর্জন সহজ হয়। নিজেরা কাজের মাধ্যমে শিখে বলে অর্জিত জ্ঞান শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিন মনে থাকে।

দলগত কাজের সুবিধাঃ	**দলগত কাজের অসুবিধাঃ**
১। সব শিক্ষার্থীর সহযোগিতা পাওয়া যায় ২। দলের সব সদস্যই সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে ৩। পরস্পরের মধ্যে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে ৪। জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হয় ৫। অজানা বিষয় সম্পর্কেও ধারণা বা জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয় ৬। প্রত্যেক শিক্ষার্থী আনন্দ নিয়ে কাজ করে ৭। নতুন নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় ৮। শিক্ষা লাভে আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং প্রেষণা জন্মায় ৯। বুদ্ধি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদ্ভাবণীমূলক দক্ষতার বিকাশ ঘটে ১০। শিক্ষার্থী নিজে যে কোনো সমস্যার সমাধান বের করতে পারে ১১। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত মতামত প্রদানের সুযোগ থাকে ১২। মুখস্থ করার প্রবণতা থাকে না ১৩। অধিকাংশ সময় শিক্ষার্থীরা মনোযোগী থাকে	১। কোনো কোনো শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে কাজ নাও করতে পারে ২। দলীয় কাজে ফাঁকি দেয়ার সুযোগ রয়েছে ৩। বেশি শিক্ষার্থী হলে দল গঠনে সমস্যা হতে পারে ৪। পাঠদানে সময় বেশি লাগে ৫। বেশি সময় ধরে কাজ করলে ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে

দলগত কাজের সুবিধাঃ	দলগত কাজের অসুবিধাঃ
১৪। শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে ১৫। কাজের ফলাবর্তন নেয়ার সুযোগ পায়	

অনেক সুবিধা ও অসুবিধা থাকা সত্বেও মেধাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস বা দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এর দ্বারা পাঠদান মনোবিজ্ঞান সম্মত উপায়ে হয়ে থাকে; পাঠোন্নতি স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে; শিক্ষকের ক্লাস পরিচালনা করা সহজ হয়; শিক্ষকের কম কথা বলার প্রয়োজন হয়; প্রত্যেক শিক্ষার্থী ভালো বুঝতে পারে; জটিল বিষয়ে সহজে পাঠদান করা যায়; শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করতে পারে; অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের পিছনে বেশি সময় ব্যয় করতে করা সম্ভব হয়।

সতীর্থ শিক্ষণঃ

অংশগ্রহণমূলক কাজ হিসাবে দুজন মিলে বা জোড়ায় জোড়ায় কাজ করাকে বলে সতীর্থ শিক্ষণ। এই পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সম্পাদনের জন্য বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট বা ভিন্ন ভিন্ন কাজ প্রদান করতে পারেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সমমনা বা সমগোত্রে কাজ করার সুযোগ পাওয়ার কারণে তাদের আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং অপরের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয়। এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দিতে শিখে।

সতীর্থ শিক্ষণের সুবিধা	সতীর্থ শিক্ষণের অসুবিধা
১। বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে সহজ ও মূর্ত হয় ২। আলোচনার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে ৩। আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে	১। সমমনা/সমমান সতীর্থ বের করা কঠিন ২। সমমনা/সমমান না হলে কাজের ভালো ফল আশা করা যায় না ৩। পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকলে

সতীর্থ শিক্ষণের সুবিধা	সতীর্থ শিক্ষণের অসুবিধা
৪। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব গড়ে ওঠে ৫। শিক্ষার্থীরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দিতে শিখে	সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় ৪। সমস্যা সমাধানে বেশি সময় লাগতে পারে

বিস্তৃত কার্যক্রম

প্রত্যেক শিক্ষার্থীই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। শিক্ষার্থীর বয়স, পাঠগ্রহণ ক্ষমতা, পাঠধারণ ক্ষমতা, শেখার প্রকৃতি, জ্ঞান, বিচক্ষণতা, বোধগম্যতা, মনোযাগ, আগ্রহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আবার শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছে তীক্ষ্মমেধা, মধ্যম মেধা এবং কম মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থী। এত সব বিবেচনা করে শুধু মাত্র একই কার্যক্রম গ্রহণ করলে সকল শিক্ষার্থী সমানভাবে উপকৃত হয় না। একই শ্রেণিতে পাঠদান কালেও নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। গতানুগতিক পাঠদান পদ্ধতি পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। এর জন্য শিক্ষককে যা বিবেচনায় আনতে হবে তা হলো:

ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন; খ) শিক্ষার্থীর স্বাতন্ত্রিক দিকসমূহের ভালো-মন্দ বিচার গ) শিক্ষার্থীর দুর্বল দিক বিবেচনায় এনে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ঘ) শিক্ষার্থীর চাহিদা, স্বভাব, মানসিক সক্ষমতা, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সামর্থ, ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা, ঙ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী কাজের ধরন চ) ব্যক্তিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান এবং ছ) অভিযোজনের ক্ষমতা।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে শিক্ষক নিম্নলিখিত কার্যাবলী গ্রহণ করতে পারেন। যথা: দলীয় আলোচনা, বিতর্ক অনুষ্ঠান, পোস্ট বক্স পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ, পোস্টার লিখন ও প্রদর্শন, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, ফিশবল কৌশল, শূন্য স্থানে তথ্য বসানো, অনুসন্ধানমূলক কাজ দেয়া, সমস্যা সমাধান, অর্পিত কাজ, তালিকা তৈরিকরণ, ক্রম অনুয়ায়ী সাজান, ভুল চিহ্নিতকরণ, সত্য-মিথ্যা নির্ণয়, শ্রেণি বিন্যাসকরণ ইত্যাদি।

মূল্যায়ন

প্রশ্ন- ১. দলগত কাজ কাকে বলে? দলগত কাজের সুবিধা অসুবিধা বর্ণনা করুন।

প্রশ্ন- ২. সতীর্থ শিক্ষণ কী? সতীর্থ শিক্ষণের সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করুন।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব- কঃ

(১) শ্রেণিকক্ষের পারফরমেন্স, (২) পরীক্ষার নম্বর, (৩) আইকণ্টাক্ট, (৪) বাড়ির কাজ, (৫) অনুপস্থিতি, (৬) উত্তর প্রদানে বিরত থাকা।

পর্ব- খঃ

নিজে করুন।

পর্ব- গঃ

নিজে করুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৯**

সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে অগ্রগতি পরিবীক্ষণ

ভূমিকাঃ

পরিবীক্ষণ শব্দটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানই এ অধিবেশনের উদ্দেশ্য। পরিবীক্ষণ হলো এমন একটি কৌশল যা সব সময় লক্ষ্যমুখী। এর দ্বারা যা বুঝান হয় তা অনেকটা ইংরেজি মনিটরিং শব্দটির সমার্থক। কোনো কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য যেমন ওই কৌশলটি কাজে লাগে তেমনি কাজের লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণেও এর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণে পরিবীক্ষণ এর গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে অগ্রগতি সাধনের প্রচেষ্টায় পরিবীক্ষণই তদারকির কাজ করে থাকে। ফলে এর মাধ্যমে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য- এ দুটি দিক কতটুকু অর্জিত হচ্ছে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়। কাজেই এ অধিবেশনে পরিবীক্ষণ কী- সে বিষয়ে ধারণা লাভ করাই আমাদের লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- পরিবীক্ষণ কী বলতে পারবে।
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সম্পর্ক শনাক্ত করতে পারবে।
- পরিবীক্ষণে কী কী বিষয় লক্ষ্য করতে হয় তা নির্ণয় করতে পারবে।
- পরিবীক্ষণের জন্য চেকলিস্ট তৈরি করতে পারবে।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ পরিবীক্ষণের ধারণা

শিক্ষার্থী বন্ধু, পরিবীক্ষণ হচ্ছে একটি কৌশল। কৌশলটি এমন যা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত বা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অবশ্য এখানে পরিবীক্ষণের তুলনায় 'মনিটরিং' ইংরেজি প্রতিশব্দটি বেশি পরিচিত। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণে পরিবীক্ষণ হলো সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে অগ্রগতি সাধনের প্রচেষ্টার উপর নজরদারি করা। আমরা জানি যে, পরিবীক্ষণ একটি কৌশল যা

লক্ষ্যমুখী। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি সহজেই বোঝান যেতে পারে। যেমন-একটি কাজ যা হাতে নিয়েছি, তা ঠিক ঠিক এগিয়ে চলছে কিনা তা জেনে ও বুঝে নেয়ার কাজটি হলো মনিটরিং বা পরিবীক্ষণ। এ কাজ তখনই লক্ষ্য অর্জন করে যখন কাজটিতে কোনো বাধা না পড়ে এবং যদি কোনো বাধা বা সমস্যা সৃষ্টি হলেও তা দূর করার জন্য সময়োচিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে থাকে। সেজন্য কাজের অগ্রগতির সার্বক্ষণিক তদারকি দরকার। এই যে তদারকি বা মনিটরিং; এটাই পরিবীক্ষণ। তাই এই সাময়িক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে পরিবীক্ষণ বলে। মূল্যায়নে উক্ত বিষয়টি পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। ইংরেজি মনিটরিং শব্দটি পরিবীক্ষণের প্রতিশব্দ হিসেবে পরিচিতি। কোনো কাজের অগ্রগতি নির্ণয়ের জন্য তা অবশ্যই মনিটরিং করতে হয়। অর্থাৎ মনিটরিং বা পরিবীক্ষণ হলো একটি কৌশল। কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত পুরো বিষয়টি তদারকি করাই এ কৌশলের কাজ।

শিক্ষার্থীবৃন্দ আসুন এবার আমরা নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দেবার চেষ্টা করি।

ক্রম	**প্রশ্ন**	**উত্তর**
১।	পরিবীক্ষণ শব্দটির প্রতিশব্দ হচ্ছে	মনিটরিং/মেইনটেইন
২।	পরিবীক্ষণ একটি ...	কৌশল/কাজ
৩।	পরিবীক্ষণ সব সময় ..	লক্ষ্যমুখী/লক্ষ্যহীন
৪।	পরিবীক্ষণ লক্ষ্য অর্জনের অসুবিধাসমূহ দূরীকরণে	সহযোগিতা করে/করে না।
৫।	পরিবীক্ষণ এমন একটি প্রক্রিয়া যা নির্দেশনা দেয় ...	সামাজিক মূল্যায়নের/অগ্রগতির

পর্ব- খঃ পরিবীক্ষণে বিবেচ্য দিকসমূহ

পরিবীক্ষণ এমন একটি কৌশল যার সাহায্যে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের অগ্রগতি সম্পর্কে আমরা সম্যক ধারণা পেতে পারি। তাই প্রথমে আমরা সামাজিক বিজ্ঞানে অগ্রগতি বলতে কী বোঝায় সেটা জানার চেষ্টা করব। সাধারণভাবে অগ্রগতি অর্থ অগ্রসর হওয়া। সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে অগ্রগতি অর্থ এ বিষয়ে শিক্ষার্থী একক বা দলীয়ভাবে কতটুকু পাঠে অগ্রসর হলো, শিক্ষার্থীর পাঠ অগ্রগতি, জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মৌখিক, লিখিত, অর্পিত কাজ, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, বাড়ি ও শ্রেণির কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে পারবেন। তাই অগ্রগতি পরিবীক্ষণে উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে। এছাড়া সামাজিক বিজ্ঞানে শিক্ষার্থী সংখ্যা, উপস্থিতি, শিক্ষার্থীর হার, ছেলে-মেয়ে অনুপাত, শিক্ষকের যোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ও দেখার প্রয়োজন রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানে পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে কী কী বিষয় খতিয়ে দেখা দরকার সে বিষয়ে আলোকপাত করাই এ পর্যায়ের উদ্দেশ্য।

শিক্ষার্থীবৃন্দ এ বিষয়ে ৫ মিনিট চিন্তা ভাবনা করে নিচের ছকটির খালি ঘরগুলো পূরণ করুন।

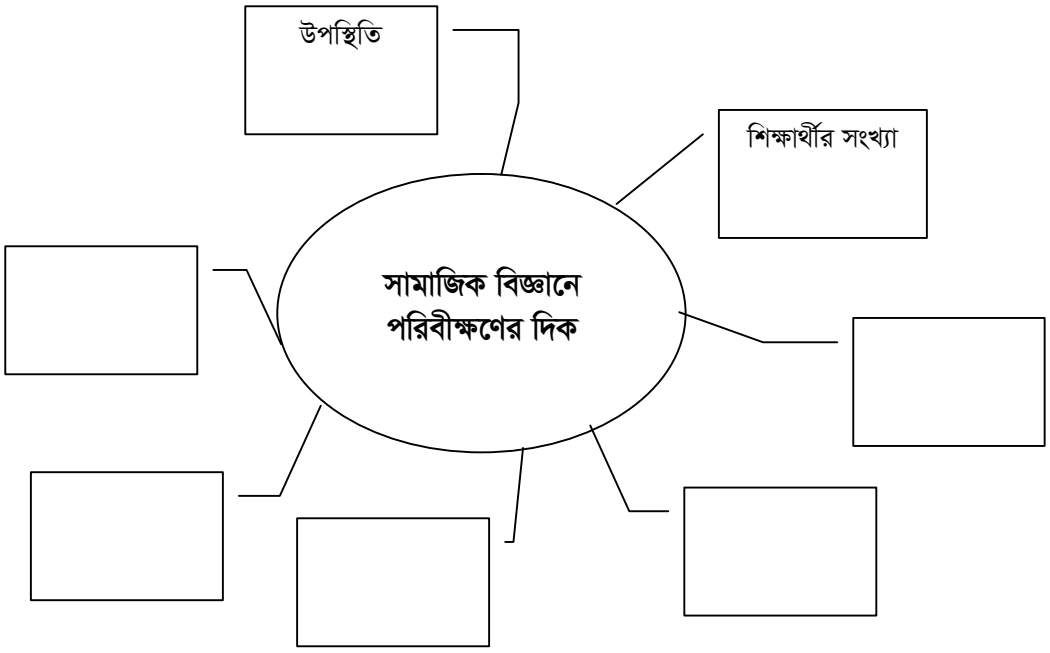

পরিবীক্ষণের ফিডব্যাকের উপর ভিত্তি করে একজন পরিবীক্ষক কী কী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন বলে মনে করেন নিজের মতো করে লিখুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

- প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করবেন।
- ধারাবাহিক ও নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করবেন।
- আলোচনা পর্যালোচনা করবেন, পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীর ত্রুটি ও সমস্যা সম্পর্কে ধারণা এবং সমাধানের উপায় চিহ্নিত করে নিয়মিত পরিবীক্ষণ করতে হবে ও প্রয়োজনে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

পর্ব- গঃ পরিবীক্ষণের জন্য প্রস্তুতি ও প্রশ্নপত্র/চেকলিস্ট প্রনয়ন

নিজে করুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ৯**

মূল শিখনীয় বিষয়

সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে অগ্রগতি পরিবীক্ষণ

পরিবীক্ষণের তুলনায় মনিটরিং ইংরেজি প্রতিশব্দটি বেশি পরিচিত। প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তার জন্য সেই প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, পরিমাপন ও অবহিতকরণের প্রক্রিয়াকে পরিবীক্ষণ বলে। পরিবীক্ষণের মাধ্যমে কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রবাহমান ধারাকে পর্যবেক্ষণ এবং যাচাই করা যায়। যে কাজটি হাতে নেয়া হয়েছে, তা ঠিক ঠিক এগিয়ে চলেছে কিনা তা জেনে ও বুঝে নেয়ার কাজটি হলো মনিটরিং। তবে এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন চুড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা যায় না। এ প্রক্রিয়ার প্রথমে তথ্য ও উপাত্ত সংগৃহীত হয়, যার উপর ভিত্তি করে ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে ফিডব্যাক দেওয়া হয়। ফিডব্যাকের উপর ভিত্তি করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ কাজ তখনই লক্ষ্য অর্জন করে যখন কাজে কোনো অসুবিধা, বাধা বা সমস্যা সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে থাকে। অর্থাৎ কাজের অগ্রগতির সার্বক্ষণিক তদারকি এবং সাময়িক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে পরিবীক্ষণ বলে।

শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ন বলতে বোঝায়, শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতির অবস্থা যাচাই। শিক্ষা কার্যক্রমের কার্যকারিতা ও সাফল্য সম্পর্কে পদ্ধতিগত বিচার বিশ্লেষণ। মূল্যায়ন শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কতটুকু অর্জিত হচ্ছে বা হয়েছে তা তথ্যভিত্তিক বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। মূল্যায়নের উপর পরিবীক্ষণ করা এবং পরিবীক্ষণের ফিডব্যাকের উপর ভিত্তি করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। পরিবীক্ষণকালে পরিবীক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

- প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করবেন।
- ধারাবাহিক ও নিয়মিত ভাবে পরিবীক্ষণ করবেন।
- আলোচনা পর্যালোচনা করবেন, পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীর ত্রুটি ও সমস্যা সম্পর্কে ধারণা এবং সমাধানের উপায় চিহ্নিত করে নিয়মিত পরিবীক্ষণ করতে হবে ও প্রয়োজনে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

শিক্ষক মৌখিক, লিখিত, অর্পিত কাজ, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, বাড়ি ও শ্রেণির কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে পারবেন। তাই অগ্রগতি পরিবীক্ষণে উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে। এছাড়া সামাজিক বিজ্ঞানে শিক্ষার্থী সংখ্যা, উপস্থিতি, শিক্ষার্থীর হার, ছেলে-মেয়ে অনুপাত, শিক্ষকের যোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলোও দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

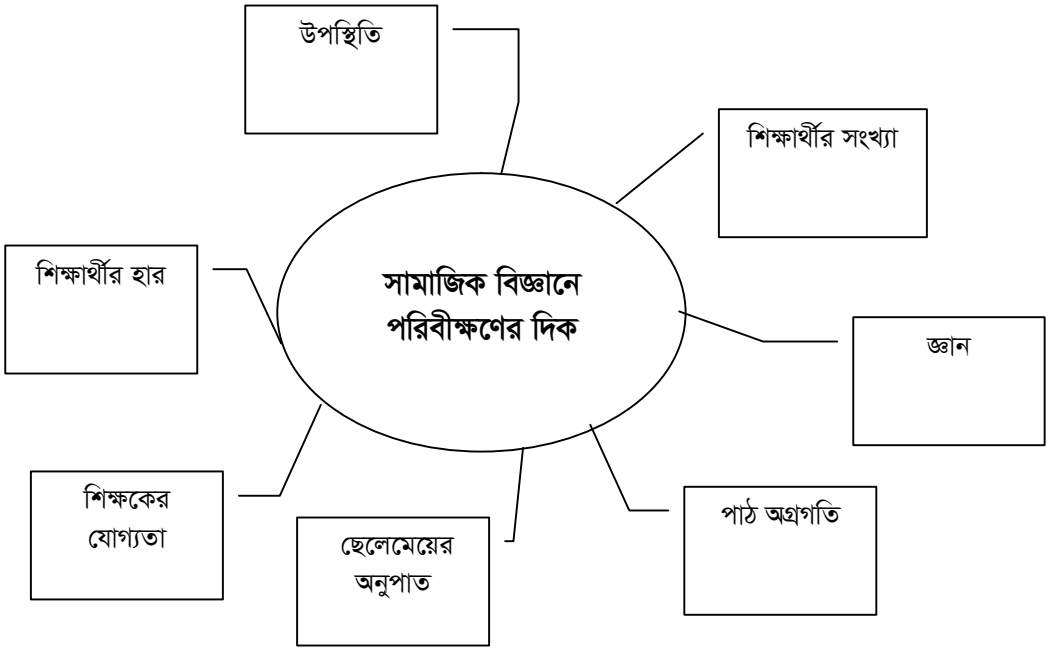

পরিবীক্ষণের জন্য প্রস্তুতি ও প্রশ্নপত্র/চেকলিস্ট প্রণয়ন

১। বিদ্যলয়ে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টি পরিবীক্ষণ করার জন্য পরিবীক্ষকের কী কী প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন তা জোড়ায় আলোচনা করবেন।

২। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের উত্তর গ্রহণ করবেন এবং নিজে পরিবীক্ষকের প্রস্তুতি সর্ম্পকে সংক্ষিপ্ত পাঠ দেবেন।

৩। বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টি পরিবীক্ষণ করার জন্য একটি চেকলিস্ট/ প্রশ্নপত্র প্রণয়ণ করতে বলবেন। কাজটি করার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে নেবেন।

৪। প্রশিক্ষণার্থীরা দলে আলোচনা করে চেকলিস্ট/প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবেন। প্রশিক্ষক নির্দেশনামূলক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

৫। প্রতিটি দল তাদের কাজ পোস্টার পেপার অথবা ও.এইচ.পি-তে প্রদর্শন করবেন।

৬। প্রশিক্ষক বিষয়টির সারমর্ম টেনে পাঠ শেষ করবেন।

মূল্যায়ন

১। পরিবীক্ষণের সংজ্ঞা লিখুন।

২। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ অগ্রগতিতে বিবেচ্য দিকগুলো কী কী?

৩। পরিবীক্ষণের ফিডব্যাকের উপর ভিত্তি করে একজন পরিবীক্ষকের কী কী করণীয়?

৪। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ১০**

সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অর্জন নির্ণয়

ভূমিকা

শিক্ষার্থীরা কোনো নির্ধারিত শিক্ষণীয় বিষয়ে যে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করে সেটাই হলো শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা অর্জন (Achievement)। এ অর্জন নির্ণয় করা শিক্ষকের একটি নিয়মিত কাজ। অর্জন নির্ণয়ের মাধ্যমে কেবল শিক্ষার্থীর পাঠ অগ্রগতি ও তার জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এজন্য শিক্ষককে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়। সেক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মৌখিক, লিখিত, অর্পিত কাজ, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, বাড়ির কাজ, শ্রেণি ও সাপ্তাহিক পরীক্ষা ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে থাকেন। এসব কিছুই শিক্ষার্থীর অর্জন নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- শিখনফল অর্জনে বিভিন্ন মূল্যায়ন কৌশলের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও পারদর্শিতা অর্জন নির্ণয়ে মূল্যায়ন কৌশল ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ অর্জন/কৃতিত্ব মূল্যায়নের ধারণা

শিক্ষার একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের মাধ্যমে তার আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়ন। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের শিখন-শেখানো কার্যাবলির আয়োজন করা হয়। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীরা কোনো নির্ধারিত শিক্ষণীয় বিষয়ে যে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করে সেটাই হলো শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা অর্জন (Achievement)। আর বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব যাচাইয়ের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া হলো কৃতিত্ব মূল্যায়ন বা অর্জন নির্ণয়। মূল্যায়নের সংশ্লিষ্ট পারিভাষিক প্রত্যয়গুলো হচ্ছে পরীক্ষা (Examination), অভীক্ষা (Test), পরিমাপ (Measurement)।

পর্ব- খঃ অর্জন নির্ণয়ে বিভিন্ন মূল্যায়ন কৌশল ও তার প্রয়োগ

ইতোপূর্বে আমরা জেনেছি যে, শিক্ষণীয় বিষয়ের উপরে শিক্ষার্থী যে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করে সেটাই তার কৃতিত্ব বা অর্জন। সে কৃতিত্ব নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এ কৌশলগুলোকে বলা হয় মূল্যায়ন কৌশল। শিক্ষার্থী বন্ধু, এখন সে কৌশলগুলো নিয়ে আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব।

শিক্ষামূলক অভীক্ষা ২ প্রকার যথা- (১) লিখিত অভীক্ষা ও (২) মৌখিক অভীক্ষা। লিখিত অভীক্ষা আবার দুই ভাগে বিভক্ত। রচনামূলক পরীক্ষা ও নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা। মৌখিক অভীক্ষাও দুই প্রকার: কাঠামোগত মৌখিক অভীক্ষা ও অকাঠামোগত মৌখিক অভীক্ষা।

মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষার শ্রেণি বিভাগ: বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence test); বিশেষ সম্ভাবনার অভীক্ষা (Special Aptitude test); বিশেষ মানসিক দক্ষতার অভীক্ষা (Special Ability test); ব্যক্তিত্ব পরিমাপের অভীক্ষা (Personality test); চিন্তাশক্তির অভীক্ষা (Test of Reasoning)।

আত্মবর্ণনামূলক কৌশল (Self Reporting Techniques): ডায়েরি লেখা; সাক্ষাৎকার; প্রশ্নমালা; পর্যবেক্ষণ কৌশল: অ্যানেকডোটাল রেকর্ড; চেক লিস্ট; রেটিং স্কেল; সমাজমিতিমূলক কৌশল ।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, এবার নিচে প্রদত্ত মূল্যায়ন কৌশলগুলো কোন পর্যায়ভুক্ত হবে তা নির্ণয় করে শ্রেণি বিভাগ করুন।

১. চেক লিস্ট ২. লিখিত অভীক্ষা ৩. মৌখিক অভীক্ষা ৪. চিন্তাশক্তির অভীক্ষা ৫. রচনামূলক পরীক্ষা ৬. বিশেষ মানসিক দক্ষতার অভীক্ষা ৭. বুদ্ধির অভীক্ষা ৮.রেটিং স্কেল ৯. প্রশ্নমালা ১০. নৈব্যক্তিক অভীক্ষা ১১. ডায়েরি লেখা ১২.সাক্ষাৎকার ১৩. ব্যক্তিত্ব পরিমাপের অভীক্ষা ১৪. অ্যানেকডোটাল রেকর্ড

শিক্ষার্থীবৃন্দ আসুন মূল্যায়ন কৌশলগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করে প্রয়োগ করুন এবং নিচের ছকটিতে অথবা আলাদা কাগজে প্রত্যেকটির জন্য একটি করে প্রশ্ন তৈরি করুন।

প্রশ্নের ধরন		প্রশ্ন
রচনামূলক প্রশ্ন	বর্ণনামূলক	
	সংক্ষিপ্ত উত্তর	
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন	একশব্দে উত্তর	
	শূন্যস্থান পূরণ	
	মিলকরণ	
	শনাক্তকরণ	
	সত্য/মিথ্যা	
	উত্তম উত্তর নির্ণয়	
	হাঁ/না	
	বহু নির্বাচনী	
	শ্রেণি বিভাগকরণ	

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ১০**

মূল শিখনীয় বিষয়

সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অর্জন নির্ণয়

একজন শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কাজ হলো শিক্ষার্থীকে তিনি যা শেখালেন অর্থাৎ শিখনীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি কতখানি হয়েছে তা যাচাই করা। শিক্ষার্থীর পাঠের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও অর্জন নির্ণয় করা শিক্ষকের একটি নিয়মিত কাজ। এটা ছাড়া নতুন পাঠ দান করা ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। কেননা অর্জন নির্ণয়ের ফলে শিক্ষার্থীর পাঠ অগ্রগতি ও তার জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এজন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীর মৌখিক, লিখিত, অর্পিত কাজ, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, বাড়ির কাজ, শ্রেণি ও সাপ্তাহিক পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জনের জন্য রিপোর্ট কার্ড তৈরি, পর্যালোচনা ও নির্দেশনা প্রদান এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থীর শিখনের পর বর্তমান অবস্থা, আগ্রহ, মনোভাব, ব্যবহারিক দক্ষতা ও পারদর্শিতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জনের জন্য পরিবীক্ষণ ও Achievement Test গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই।

শিক্ষার্থীর অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও পারদর্শিতা অর্জন নির্ণয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নিয়মতান্ত্রিকতা, পাঠগ্রহণ, অনুপস্থিতি, বিলম্ব বা পলায়ন, শ্রেণি ও বাড়ির কাজ, অর্পিত কাজ, পাঠ অনুশীলন ও ধর্মীয় সাংস্কৃতিক কার্যাবলি যথার্থভাবে শিক্ষার্থী প্রতিপালন করছে কিনা সে সম্পর্কে বাস্তব ধারণা পাওয়া যায়। এতে শ্রেণিশিক্ষক, অভিভাবক ও অন্যান্য শিক্ষকের মন্তব্যসহ বিষয়ভিত্তিক গ্রেডিং পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর যাবতীয় কার্যাবলি মূল্যায়ন করা যায়। এ সকল কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জন সম্পর্কে খুব সহজেই ধারণা পাওয়া সম্ভব তাই নয়, এর ভিত্তিতে পরবর্তি পাঠদানের জন্য শিক্ষার্থী কতটুকু উপযুক্ত সেটাও পরিমাপ করা যায়। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ পাঠ পরিকল্পনা গ্রহণেও সহায়ক ভূমিকা রাখে।

শিক্ষার একটি অন্যতম লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের মাধ্যমে তার আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়ন। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে

বিভিন্ন ধরনের শিখন-শেখানো কার্যাবলির আয়োজন করা হয়। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীরা কোনো নির্ধারিত শিক্ষণীয় বিষয়ে যে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করে সেটাই হলো শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা অর্জন (Achievement)। আর বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব যাচাইয়ের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া হলো কৃতিত্ব মূল্যায়ন বা অর্জন নির্ণয়। মূল্যায়নের সংশ্লিষ্ট পারিভাষিক প্রত্যয়গুলো হচ্ছে পরীক্ষা (Examination), অভীক্ষা (Test), পরিমাপ (Measurement)।

শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে:

- মৌখিক
- লিখিত
- পর্যবেক্ষণ
- হাতে কলমে
- শনাক্ত করতে দিয়ে
- শ্রেণিকরণ করতে দিয়ে
- অভিনয় করতে দিয়ে
- অঙ্কন করতে দিয়ে
- প্রজেক্ট করতে দিয়ে।

শিক্ষামূলক অভীক্ষা ২ প্রকার যথা- (১) লিখিত অভীক্ষা ও (২) মৌখিক অভীক্ষা। লিখিত অভীক্ষা আবার দুই ভাগে বিভক্ত। রচনামূলক পরীক্ষা ও নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা। মৌখিক অভীক্ষাও দুই প্রকার: কাঠামোগত মৌখিক অভীক্ষা ও অবকাঠামোগত মৌখিক অভীক্ষা।

মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষার শ্রেণি বিভাগ: বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence test); বিশেষ সম্ভাবনার অভীক্ষা (Special Aptitude test); বিশেষ মানসিক দক্ষতার অভীক্ষা (Special Ability test); ব্যক্তিত্ব পরিমাপের অভীক্ষা (Personality test); চিন্তাশক্তির অভীক্ষা (Test of Reasoning)।

আত্মবর্ণনামূলক কৌশল (Self Reporting Techniques): ডায়েরি লেখা; সাক্ষাৎকার; প্রশ্নমালা; পর্যবেক্ষন কৌশল: অ্যানেকডোটাল রেকর্ড; চেকলিস্ট; রেটিং স্কেল; সমাজমিতিমূলক

কৌশল।

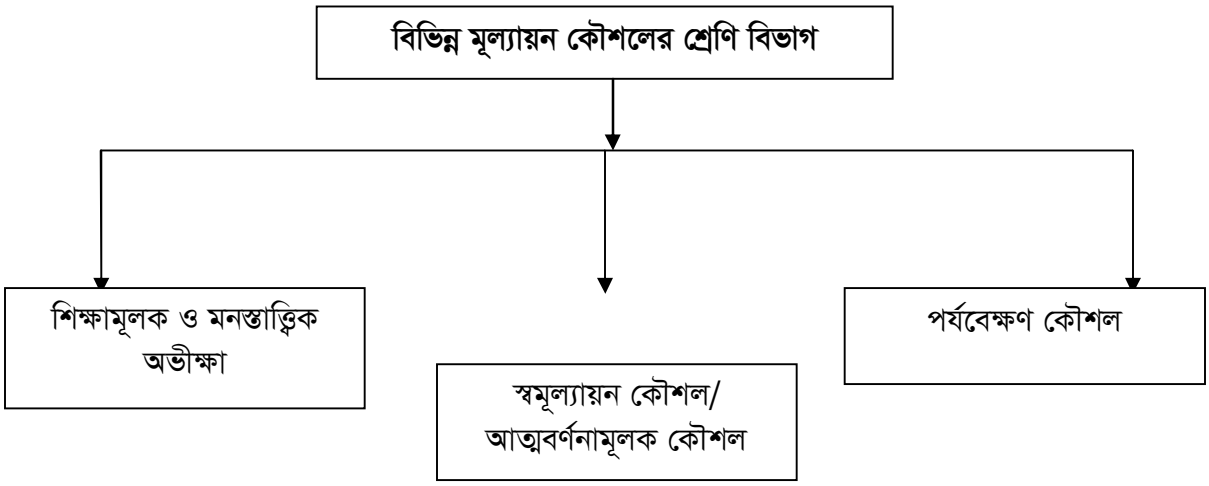

মূল্যায়ন

১। শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বা অর্জন বলতে কী বুঝায়?

২। শিক্ষার্থীর অগ্রগতি পরীক্ষণে কোন দিকগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখে?

৩। শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন কতভাবে করা যেতে পারে?

৪। অভীক্ষা কাকে বলে? শিক্ষামূলক অভীক্ষা কত প্রকার কী কী?

৫। বিভিন্ন মূল্যায়ন কৌশলের শ্রেণি বিন্যাস করুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ১১**

ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থী উভয়েরই আগ্রহ ধরে রাখা

ভূমিকা:

সাধারণত একটি শ্রেণিকক্ষে ছেলে ও মেয়ে দুই ধরণের শিক্ষার্থীই থাকে। সকল শিক্ষার্থীই যাতে সমানভাবে শ্রেণিতে মনোযোগী থাকে সেদিকে শিক্ষককে বিশেষ নজর দিতে হবে। শ্রেণিতে ছেলে ও মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীর আগ্রহ সমান ভাবে ধরে রাখার জন্য সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষককে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হয়। উভয় ধরনের শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখতে না পারলে শুধু শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয় তা নয়, শিক্ষার মূল লক্ষ্যও অর্জন সম্ভব হয় না। তাই সব ধরনের শিক্ষার্থীর মনোযোগ ধরে রাখা তথা শ্রেণি কক্ষের পাঠে সচেতন ও সক্রিয় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- শ্রেণিতে মেয়ে শিক্ষার্থীদের কীভাবে বৈষম্যের শিকার হতে হয় তা বলতে পারবেন।
- শ্রেণিতে ছেলে-মেয়ে বৈষম্যের কারণ বলতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ প্রেষণা সৃষ্টি

একজন শিক্ষক ছেলে ও মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীর মনোযোগ ধরে রাখার জন্য প্রথমেই তাদের প্রশ্ন করে প্রেষণা সৃষ্টি করবেন। সেজন্য তিনি এমন কিছু পরিচিত শব্দ বলবেন যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকেই বেড়িয়ে আসবে শব্দগুলো কোন শ্রেণির সাথে কতটুকু সংশ্লিষ্ট। আসুন এবার নিচের ছকটি পূরণ করি। তার আগে নিচের শব্দগুলো পড়ুন এবং শব্দটি কোন ভাগে পড়বে তা বিবেচনা করে লিখুন। শব্দগুলো হলো: দুর্নীতি, ডাক্তার, গম্ভীর, গল্পকরা, রাজনীতিবিদ, গৃহস্থালির কাজ, শক্তি, বীর, ভুক্তভোগী। এর দ্বারা বিভিন্ন পেশা ও কর্মকান্ডের সাথে কোন লিঙ্গের সম্পৃক্ততা বেশি তা নিয়ে শিক্ষার্থীর মতামত শ্রেণিতে জানতে পারবেন।

এবার নিচের শব্দভান্ডার থেকে শব্দ নিয়ে প্রদত্ত ছকটি পূরণ করুন।

মহিলা **পুরুষ** **উভয়**

শব্দ ভান্ডার

ডাক্তার, নার্স, দুর্নীতি, রান্নাকরা, রাজনীতিবিদ, বীরউত্তম, গৃহস্থালির কাজ, শিক্ষকতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কবি, পুলিশ, সৈনিক ইত্যাদি।

পর্ব- খঃ ভিজুয়ালাইজেসন

প্রিয় শিক্ষার্থী আপনারা প্রায়ই লক্ষ্য করে থাকেন যে, মেয়ে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। কিন্তু কেন? প্রশ্নটি নিয়ে ৫ মিনিট চিন্তা করুন। অতপর আপনার সামনে যে চিন্তাগুলো আসে তা অনুসরণ করে নিচের ছকটিতে লিপিবদ্ধ করুন।

১।

২।

৩।

শিক্ষার্থী আসুন এবার মেয়ে শিক্ষার্থীদের কীভাবে বৈষম্যের শিকার হতে হয় তার উদাহরণ ও কারণগুলো নির্ণয় করে নিচের ছকটিতে উল্লেখ করুন:

বৈষম্যের উদাহরণ	**বৈষম্যের কারণ**
১। মেয়ে শিশুদের স্কুলে পাঠাতে অনীহা।	১। বিয়ের পরে তারা শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে।
২।	২। .....
৩।	৩। .....
৪।	৪। .....
৫।	৫। .....

পর্ব- গঃ মতামত গ্রহণ

শিক্ষক সকলের মতামত গ্রহণ করবেন। সকল শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে যাচাইয়ের সুবিধার্থে তিনি বোর্ডে একটি বাক্য লিখবেন। যেমন,

'শিক্ষক কখনোই শ্রেণিতে এই ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করবেন না'। এই ধরনের একটা উক্তি বোর্ডে লিখে দিবেন। বাক্যটার নিচে একদিকে 'একমত' অন্যদিকে 'একমত নয়' এই কথা দুটিও লিখবেন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন যারা বাক্যটির সাথে একমত তারা 'একমত' লেখার দিকে দাঁড়াবেন আর যারা একমত নয় তারা অন্যদিকে দাঁড়াবেন। দুই দলের যুক্তি গ্রহণ করবেন।

এরপর শিক্ষক সম্পূর্ণ পাঠটির সারাংশ টেনে ক্লাস শেষ করবেন।

> শিক্ষক কখনোই শ্রেণিতে এই ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করবেন না। বৈষম্য দূর করতে শিক্ষককে সব সময় সচেতন হতে হবে।

শিক্ষার্থীবৃন্দ আসুন এবার নিচের ছকটিকে অনুসরণ করে শ্রেণিতে বৈষম্য সৃষ্টির পক্ষে ও বিপক্ষের যুক্তিগুলো একটি সাদা কাগজে লিখুন।

শিক্ষক কখনোই শ্রেণিতে বৈষম্য সৃষ্টি করবেন না	
একমত	**একমত নয়**

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ১১**

মূল শিখনীয় বিষয়

ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থী উভয়েরই আগ্রহ ধরে রাখা

শিক্ষার্থীবৃন্দ মনোযোগসহকারে নিচের গল্পটি পাঠ করুন। পাঠ শেষে চোখ বন্ধ করে গল্পের ভিতর থেকে জেন্ডার বৈষম্যজনিত উদাহরণগুলো মনে করার চেষ্টা করুন।

শীতের সকাল রহিমা আজ পাঁচ দিন পর স্কুলে যাচ্ছে। স্কুলে যাবার আগে রহিমাকে বাবার নাস্তা তৈরি ও ছোট ভাইয়ের দেখাশুনা করতে হয়। আজও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বরং মায়ের কিছু কাজ করতে গিয়ে রহিমার স্কুলে যেতে কিছুটা দেরি হয়ে গেছে। সে দ্রুত হেঁটে বিদ্যালয়ে পৌঁছাল।

সপ্তম শ্রেণি কক্ষের দরজায় যখন রহিমা পৌঁছাল তখন শ্রেণি শিক্ষক নাম ডাকতে শুরু করেছেন। ষাট জন শিক্ষার্থীর মধ্যে দশ জন মেয়ে। কিন্তু আজকে মাত্র ছয় জন উপস্থিত। প্রথম সারিতে পাঁচটি মেয়ে আগে থেকেই বসে ছিল। পেছনের সারিতে ছেলেরা বসে থাকায় রহিমাকে কষ্ট করে প্রথম সারিতেই বসতে হলো। দেরিতে ক্লাসে আসার জন্য শিক্ষক তাকে বাড়িতে থেকেই গৃহস্থালির কাজ শেখার কথা বলে তিরস্কার করলেন। রহিমার মাথা নত করে থাকলো।

শিক্ষক ক্লাস শুরু করলেন। ক্লাসে প্রতিদিনের মতো ছেলেদের দিকে তাকিয়ে পাঠদান করছিলেন এবং প্রশ্নও ছেলে শিক্ষার্থীদেরই করছিলেন। তিনি কখনো মেয়ে শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়ে পাঠদান করছিলেন না। তিনি যখন একটা প্রশ্ন করলেন তখন একটি মেয়ে তার উত্তর দেবার চেষ্টা করলো। উত্তরটা ভুল ছিল সাথে সাথে শিক্ষকসহ ছেলেরা সবাই হেসে উঠল। শিক্ষক ছেলেদেরকে কিছুই বললেন না বরং তিনি নিজেও হাসলেন। শিক্ষক প্রশ্নটির সঠিক উত্তর না দিয়ে পুনরায় পাঠদান শুরু করলেন।

শিক্ষক যখন শ্রেণির কাজ দিলেন তখন তিনি ছেলেদের বেঞ্চের পাশে ঘুরে ঘুরে কাজ দেখতে শুরু করলেন। কিন্তু মেয়েদের কাছে গেলেন না। যে পাঠ্য পুস্তক দেখে শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর লিখছিল তাতে বিভিন্ন পেশাজীবীর চিত্র ছিল, যেমন-বিচারক, ডাক্তার, দোকানদার।

পাঠ্যপুস্তকেও এই তিন পেশার চিত্রে পুরুষদেরই দেখানো হয়েছে। শ্রেণির কাজ করতে করতেই ক্লাস শেষের ঘণ্টা শোনা গেল।

শিক্ষক ''আচ্ছা ছেলেরা আজ এখানেই ক্লাস শেষ করছি'' বলে বিদায় নিলেন।

জেন্ডার বৈষম্যের সম্ভাব্য কারণগুলো হলো-

- বাঙালি সংস্কৃতিতে মহিলারাই ঘরের কাজ করেন। কারণ ঘরের কাজ পুরুষের জন্য নয়। মেয়েদের জন্য।
- মেয়ে শিশুদের স্কুলে পাঠাতে অনীহা। কারণ তারা বিয়ের পরে অন্য বাড়িতে চলে যাবে।
- মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন না। কারণ পুরুষরাই সংসার পরিচালনা করে মেয়েরা নয়।
- কুসংস্কার ও অপব্যাখ্যা- মেয়েদের বাইরে পাঠানো নিরাপদ নয়।
- সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা- মেয়েদের বাইরে পাঠানো নিরাপদ নয়।

মূল্যায়ন

১। শ্রেণিতে মেয়ে শিক্ষার্থীদের কীভাবে বৈষম্যের শিকার হতে হয় ব্যাখ্যা করুন।

২। শ্রেণিতে ছেলে মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীর আগ্রহ কীভাবে ধরে রাখা যেতে পারে?

৩। মেয়ে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যের কারণগুলো লিপিবদ্ধ করুন।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ১২**

ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীকে শিখনে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনা করা

ভূমিকাঃ

ছেলে মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীকে শিখনে সহায়তা করার বিভিন্ন কৌশল আয়ও করাই এ অধিবেশনের লক্ষ্য। সেজন্য শ্রেণিতে মেয়ে ও ছেলে উভয় শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য শ্রেণিতে শিক্ষকের করণীয় দিকগুলো সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থী উভয়ের আগ্রহ ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তা বলতে পারবেন।
- উভয়ের আগ্রহ ধরে রাখতে শিক্ষকের করণীয় কী তা বলতে পারবেন।
- শ্রেণি বৈষম্য দূর করার কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ শ্রেণিতে মেয়ে-ছেলে উভয় শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের বোর্ডে লিখবেন *"শ্রেণিতে মেয়ে ও ছেলে উভয় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখা বিশেষ প্রয়োজন"*।

বোর্ডে লেখা বিষয়টির উপর পুরো শ্রেণির মতামত নিবেন। বোর্ডে 'একমত' এবং 'একমত নয়' শব্দ দুটি লিখে শিক্ষার্থীদের মতামতের ফলাফল যাচাই করবেন। কয়েকজনকে তাদের মতামতের পক্ষে কী যুক্তি তা জিজ্ঞাসা করবেন।

ছেলে বা মেয়ে শিক্ষার্থী পাঠে আগ্রহী না হলে কী হতে পারে? পাশাপাশি বসা দুইজন শিক্ষার্থীকে জোড়ায় জোড়ায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীবৃন্দ আগ্রহ ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করে খাতায় লিখবেন। শিক্ষক বিভিন্ন শিক্ষার্থীর উত্তর গ্রহণ করবেন।

প্রিয় শিক্ষার্থী, ছেলে-মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা কী কী নিজের মতো করে লিখুন।

১। সুশিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

২।

৩।

৪।

পর্ব- খঃ উভয়ের আগ্রহ ধরে রাখতে শিক্ষকের করণীয় দিক

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখতে শিক্ষকের করণীয় দিকগুলো নিয়ে ব্রেইনস্টর্মিং করাবেন। শিক্ষক লিঙ্গ বৈষম্য নেই এমন শ্রেণি গড়তে শিক্ষকের করণীয় দিকগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত পাঠ দেবেন। এক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ভূমিকার উপর জোড় দেবেন। যেমন: আই কন্টাক্ট, শ্রেণিতে প্রশ্ন করার কৌশল, কটুকথা বলা থেকে বিরত থাকা, দলীয় কাজে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, বৈষম্য প্রদর্শন করে এমন ছবি বা উপকরণ প্রদর্শন থেকে বিরত থাকা, পাঠদানে বৈষম্য প্রদর্শন করে এমন শব্দ পরিহার করা, উভয়কে শ্রেণিতে অংশগ্রহণের সমান সুযোগ দেয়া, উভয়কে সমভাবে প্রশংসিত করা ইত্যাদি।

সম্ভাব্য উত্তর:

আই কন্টাক্ট, শ্রেণিতে প্রশ্ন করার কৌশল, কটুকথা বলা থেকে বিরত থাকা, দলীয় কাজে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, বৈষম্য প্রদর্শন করে এমন ছবি বা উপকরণ প্রদর্শন থেকে বিরত থাকা, পাঠদানে বৈষম্য প্রদর্শন করে এমন শব্দ পরিহার করা, মেয়ে ও ছেলে শিক্ষার্থী উভয়কে শ্রেণিতে অংশগ্রহণের সমান সুযোগ দেয়া, উভয়কে সমভাবে প্রশংসিত করা ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রেণিতে বৈষম্য দূর করা সম্ভব।

পর্ব- গঃ অভিনয়

শ্রেণি বৈষম্য কীভাবে দূর করা যায় তার কিছু কৌশল আছে। অভিনয় তন্মধ্যে একটি অন্যতম কৌশল। শ্রেণি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দুইটি বড় দলে ভাগ করবেন। শিক্ষার্থীগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে শিক্ষক-এর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য বেছে নেবেন, অন্যরা শিক্ষার্থীদের ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

শিক্ষার্থীদের একটি দলকে বৈষম্য তৈরি করে এমন শ্রেণির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ভূমিকায় অভিনয় করতে বলবেন। অন্য দলকে বৈষম্য নেই এমন শ্রেণির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ভূমিকায় অভিনয় করতে বলবেন। প্রস্তুতির জন্য কিছু সময় নির্ধারণ করে দেবেন। দুটি দলকেই প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন। এ ধরনের অভিনয়ের মাধ্যমে একদিকে দলীয় কাজে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় অন্যদিকে এই কাজের জন্য উভয় শ্রেণিকে সমানভাবে প্রসংশিত করার ফলে শ্রেণি বৈষম্য দুরীভূত হয়।

প্রিয় শিক্ষার্থী অভিনয় ছাড়াও আর কী কী কৌশল আছে যা প্রয়োগ করে শ্রেণি বৈষম্য দূর করা যেতে পারে তা নিজের মত করে নিচের বক্সটিতে লিখুন।

১। বির্তক প্রতিযোগিতা

২। রচনা লিখন প্রতিযোগিতা

৩।

৪।

৫।

ইউনিট- ৫ **অধিবেশন- ১২**

মূল শিখনীয় বিষয়

ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীকে শিখনে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন কৌশলের পরিকল্পনা করা

শ্রেণিতে ছেলে ও মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীকেই সমভাবে শিখনে সহায়তা করা সকল প্রশিক্ষক ও শিক্ষকের কর্তব্য। এজন্য শিক্ষককে জেন্ডার বৈষম্যের উর্দ্ধে থেকে শ্রেণিকার্যক্রম চালাতে হবে। শ্রেণিতে মেয়ে ও ছেলে উভয়কে সমভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে পারলে শ্রেণিকক্ষে সুশিক্ষার পরিবেশ তৈরি হবে। পড়ালেখার ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য কমে আসবে। সকলের জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত হবে। সামাজিক প্রেক্ষাপটের ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। উভয়ের মধ্যে সমান অধিকার নিশ্চিত হবে। উভয়ের মান-মর্যাদা ও নিরাপত্তার উন্নয়ন ঘটবে।

এজন্য শিক্ষকের আই কন্টাক্ট সকলের প্রতি সমান হতে হবে। শুধু ছেলে বা মেয়ের দিকে তাকিয়ে পাঠ না দিয়ে পুরো শ্রেণির দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হবে। শ্রেণিতে প্রশ্ন করার সময় সকলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা প্রয়োজন। উত্তরও উভয় শ্রেণি থেকে নিতে হবে। মেয়েদের বা ছেলেদের উদ্দেশ্য করে কটুকথা বলা, হাসি-ঠাট্টা করা ইত্যাদি পরিহার করতে হবে।

দলীয় কাজে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, বৈষম্য প্রদর্শন করে এমন ছবি বা উপকরণ প্রদর্শন থেকে বিরত থাকা, পাঠদানে বৈষম্য প্রদর্শন করে এমন শব্দ পরিহার করা, উভয়কে শ্রেণিতে অংশগ্রহণের সমান সুযোগ দেয়া, উভয়কে সমভাবে প্রশংসিত করা ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রেণিতে বৈষম্য দূর করা সম্ভব। এছাড়া গান, বির্তক, রচনা প্রতিযোগিতা, কবিতা লিখন, হাতের কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে উভয় শিক্ষার্থীকে সমাজ সুযোগ দিয়ে কাজের প্রশংসা করে যেমন, শিখনের আগ্রহ ধরে রাখা যায়, অন্যদিকে শ্রেণি বৈষম্যও দূর করা সম্ভব হয়। মাঝে মধ্যে কাজের মূল্যায়ন স্বরূপ পুরস্কৃত করা হলে সেটাও খুবই কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। এতে শিখন প্রক্রিয়া আরো অধিক গতিশীল ও আনন্দদায়ক হয়।

ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা।

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মেয়ে ও ছেলে উভয়কে সচেতন করে মনোযোগী রাখতে পারবেন।
- সুশিক্ষার পরিবেশ তৈরি হবে।
- সকলের জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত হবে।
- পড়ালেখার ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য কমে আসবে।
- সামাজিক প্রেক্ষাপটের ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।
- জেন্ডার সংবেদনশীল শিখন পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হবে।
- উভয়ের মধ্যে সমান অধিকার নিশ্চিত হবে।
- উভয়ের মান মর্যাদা ও নিরাপত্তার উন্নয়ন ঘটবে।

শিক্ষকের করণীয় দিক

- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি রাখবেন।
- শুধুমাত্র ছেলে শিক্ষার্থী কিংবা মেয়ে শিক্ষার্থী যাতে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য করবেন।
- বিশেষ কোনো দল যেন প্রভাব বিস্তার করতে না পারে।
- উভয়ের জন্য সমানভাবে বসার জায়গা বরাদ্দ করবেন।
- উভয়ের কাজ সমানভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।
- দলনেতা নির্বাচনে উভয়কে সমান সুযোগ দেবেন।
- উভয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- লিঙ্গ বৈষম্য বর্জিত উদাহরণ দিবেন।
- লিঙ্গ বৈষম্য বর্জিত ভাষা ব্যবহার করবেন।

- সকলকে সমানভাবে হাত উঠাতে উৎসাহিত করবেন।
- উভয়ের মতামতকে সমান স্বীকৃতি ও গুরুত্ব দিবেন।
- সমানভাবে সবার প্রতি দৃষ্টি দিবেন।
- উভয়ের নাম ধরে ডাকবেন।
- শ্রেণিকক্ষের বাইরেও উভয়ের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখবেন।

মূল্যায়ন

১। শ্রেণিতে ছেলে-মেয়ে উভয় শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

২। উভয় শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখার ক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের করণীয় কী কী?

৩। কী কী কৌশল প্রয়োগ করে শ্রেণি বৈষম্য দূর করা যায়।